জয়িতাদের কাব্য

সম্পাদনা
হাবিবা পারভীন

জয়িতাদের কাব্য * হাবিবা পারভীন
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা ২০২১
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
শান্তিকুঞ্জ মোড়, বিসিক রোড, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * মানবাধিকার মাল্টিমিডিয়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ২০০/- (দুইশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৩৫৫২-৫-০
ISBN: 978-984-93552-5-0

Joyeetader Kabbo by Habiba Parvin
Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSICIC Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication: Ekushey Boimela 2021
Copy Right: Writer
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. 200/- (Two Hundred Only)

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

‘সেদিন সুদূর নয়–
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!’

তাঁর রচিত ‘নারী’ কবিতাটি আজ সার্থক হয়েছে আর সেই সাথে সার্থক হয়েছে নারীদের জীবন। যুগে যুগে অবহেলিত নারী তাঁদের কর্মের মাধ্যমে মানুষ তথা সমাজের নিকট অমর হয়ে থাকবে। নারীরা আজ আর গৃহ বন্দি নয়। নারীরা আজ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। কে বলে নারী অবলা? অবহেলিত নারীরা তাদের নিজ যোগ্যতা বলে জাতিসংঘ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য দিচ্ছে। বিন্দু বিন্দু জল মিলে যেমন সিন্ধুর সৃষ্টি হয় তেমনি করে নারীরা এগিয়ে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে।
প্রধানমন্ত্রী হতে শুরু করে নারী বিরাজ সর্বত্র। দেশ শুধু পুরুষের অবদানে এগুচ্ছে না নারীরও ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ব দেখুক নারী আজ আর বন্দি নয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অবদান রয়েছে। নারীকে তুচ্ছ অবহেলা করার দিন শেষ। একজন নারী রন্ধনশালা থেকে শুরু করে অফিস, আদালত সব সামলায়। কথায় বলে, ‘যে রাধে সে চুলও বাঁধে’। বেগম রোকেয়ার অবরোধবাসিনীর প্রথার বিলুপ্ত ঘটেছে। চার দেয়ালের কোটর ভেঙে নারী আজ মুক্ত স্বাধীন। পরাধীনতার শৃঙ্খল নারী ছিঁড়ে ফেলেছে।
এই কণ্টকাকীর্ণ পথ তারা অতিক্রম করেছে অবলীলায়। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীর বিচরণ এমনকি নারী আজ জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছে। আর এমন কয়েকজন জয়িতাদের কবিতা নিয়ে রচিত হয়েছে জয়িতাদের কাব্য। এ কাব্যে প্রায় ৪২টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জয়িতাদের কাব্যে কবিতা এসেছে কামরুন নাহার সিদ্দিকার ‘জলের মেয়ে, শামীমা বেগম পিপিএম-এর কবিতা ‘অবিনশ্বর মুজিব’। সম্পাদিকা হাবিবা পারভীনসহ আরও কয়েকজন জয়িতাদের কবিতা। জয়িতাদের কাব্য সম্পাদিকা হাবিবা পারভীনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সাথে আরও যাঁরা কবিতা রচনা করে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সাধুবাদ জানাই এমন উৎসাহ অনুপ্রেরণামূলক কাব্য প্রকাশের জন্য।

সূচি

ক্রমিক নং---পৃষ্ঠা
১. কাজী রোজী----------------------
২. কামরুন নাহার সিদ্দিকী--------------------
৩. শামীমা বেগম পিপিএম--------------------
৪. সুফিয়া আখতার------------------------ ---
৫. সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন-------------------------
৬. শামীম আরা--
৭. মনিরা আক্তার--------------------------------
৮. কামরুন নাহার কাজল------------------------------
৯. রানু পন্নী-------------------------------
১০. নাসরীন আখতার-------------------------
১১. জয়িতা লুৎফা আক্তার মিতা---------------------
১২. সুলতানা রুবী--------------------------------
১৩. হোসনে আরা ডলি--------------------------
১৪. শামছুন্নাহার রুবাইয়া-------------------------
১৫. বেগম রোকেয়া ইসলাম---------------------
১৬. মুশতারী বেগম--------------------------------
১৭. কুমকুম সাহা------------------------------
১৮. ডা. লতিফা খান (রুবা)---------------------
১৯. প্রতিমা রায়------------------------
২০. নাজমুজ সালেহীন---------------------
২১. মেহনাজ বিনতে শহীদ------------------
২২. ফরিদা ইয়াসমিন---------------------
২৫. ড. ফারহানা ইয়াসমিন---------------------
২৬. এড. অগ্নি তালুকদার-----------------------
২৭. বেদেনা খাতুন--------------
২৮. আমিনা অমলা-------------------
২৯. ইসমত আরা বিলকিস-----------------
৩০. রোকেয়া আক্তার---------------------
৩১. হাবিবা পারভীন----------------------

দহন

কাজী রোজী

ভাত দিবার পারস না, ভাতার হইবার চাস
কেমন মরদ তুই হারামজাদা
নিত্য রাইতে ক্যান গতরে গতর চাস।
পরান না রয় যদি পরানে বাঁধা।

যেজন বাঁচতে চায় তারেই লড়তে হয়
তামাম দুনিয়া জুড়ে বুঝছে এখন
নিঠুর জঠর জ্বালা সইতে পারে না বলে
সবাই সহ্য করে সব জ্বালাতন।

ছাওয়াল কানলি পরে ওরা এ গতর ডারে
মাঝির বৈঠা ভাবি দ্বারে দেই টান।
হায়রে সোয়ামি তোরে ছুইয়া কইতে পারি
খরায় জমিন পোড়ে, পোড়ে না পরান।

একটু ভাতের লাগি, একটু ত্যানার লাগি
গল্পের মতো এই গতর দিলাম
ভাত দিতি পারলি না তবুও ভাতার বলি,
হায়রে সোয়ামি তুই-ই ডাকলি নিলাম।

জলের মেয়ে
কামরুন নাহার সিদ্দিকা

যমুনার জলে ভিজে বারবার
সিরাজগঞ্জ বিকশিত সভ্যতার আঁধার
স্বর্ণদ্বার সম্ভাবনার
সেতু বন্ধন বরেন্দ্রভূম থেকে তেঁতুলিয়ার।
মিহি তাঁত, রঙিন নকশী শাড়ি
লুঙ্গি, গামছা অবিরত বুনছে তাঁতি
চড়কার গানে মুখরিত পল্লী
মুগ্ধতায় পেয়েছে তাঁতকুঞ্জ খ্যাতি।
কবি গুরুর কাচারি বাড়ি চির ভাস্বর
আছে বাথান দুধ ঘিয়ে ভরপুর
বাঘাআইড়, চলনবিল সর্ষের হাসি
অদূরে নবরত্ন মন্দির, আছে শীতল পাটি।
এ মাটিতে রয়েছেন ভাসানী, মনসুর,রজনী, যাদব
উদ্ভাসিত আপন আলোয় তাঁরা ইতিহাসে অম্লান।
মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় পলাশডাঙা যুব শিবির
শহিদ হলেন তাজাপ্রাণ এসডিও শামসুদ্দিন
শহিদের স্মৃতি নিয়ে বুকে
হয়েছে গড়া মিনার তোরণ তাঁদের নামে।
প্রিয় বঙ্গবন্ধু সেতু পার হয়ে
ইকো পার্কের সবুজ ছাড়িয়ে,
বসো মুখোমুখি যমুনার
দেবে হাতছানি ফুল জোড় হুরা সাগর।
ভরা যৌবনা চলনবিল বর্ষায়
চুইয়ে পড়ে আলো রূপালি জ্যোৎস্নায়
এই জনপদ যেন খেয়ালি রূপসী মেয়ে
জলের নুপুরে তোলে সুর, ভালোবাসি তাকে।

অবিনশ্বর মুজিব
শামীমা বেগম *পিপিএম*

একজন মুজিবকে করবো আমার ছন্দে ধারণ
করবো শব্দমালায় চয়নে বিশেষায়ণ।
কোথায় আমার সে ভাষা–
কোথায় সে সরস শব্দমালা?
তবু মুজিব আমার চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
জীবনের ভাজে ভাজে অমর অক্ষয়
এক মহান নেতা,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদের জাতির পিতা।
মুজিব মানে বুঝি দেশ মাটি আর মানুষ,
মানচিত্র আর ভালোবাসার এক কাঙাল পুরুষ।
রক্তে যার দেশ, চোখে যার মানচিত্র,
বেঁচে থাকা মানে যার পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।
ঘরে ঘরে সুখ শান্তির পসরা,
ফসলের হাসি, সবুজের বাতায়ন।
বুক ভরা স্বপ্ন হাসি,
স্বাধীন চিত্ত নিয়ে বাঁচি।
এ দেশ আমার বুকের
গহীনের কথা বলে।
রিক্তে দোলায়িত এক মহানায়কের ছবি আঁকে,
কোনো কালে যায় না ভোলা তিনি অবিনশ্বর,
তিনি মহাকালের মহাবিস্ময়।
বাংলা ও বাঙালির চেতনার
চির উজ্জ্বল বাতিঘর,
বিশ্ব মানবতার উদ্ভাসিত মুখচ্ছবি।
মানুষকে ভালোবাসা যার
সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলো,
মানুষকে ভালোবাসা তার সবচেয়ে
বড় দুর্বলতাও ছিলো।
তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
অনিঃশেষ দেশপ্রেমে চির ভাস্বর,
তার হৃদয় অতলে দেশ, মাটি
আর মানুষ চির অবিনশ্বর।

* অ্যাডি. ডিআইজি, পিটিসি, টাঙ্গাইল

জয়িতা নন্দিনী ’৭১

সুফিয়া আখতার

এক বুক জ্বালা আর দীর্ঘশ্বাস ফুলমতির
চোখের সমুখে টকটকে সূর্য আঁকা সবুজ পতাকা উড়ছে
স্বাধীন-শত্রুমুক্ত একটি বাংলাদেশ হবে
সব হারিয়ে এই কামনা ছিল তার মনে।
নিপীড়িত নির্যাতিত ফুলমতি স্বপন দেখেছিল
সেদিন সেই রক্তমাখা একাত্তরে
হবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।
সকালে সোনারোদ আঙিনা ভরে দিবে
জোছনারাতে মায়াবী চাঁদের কিরণ
মনের দগ্ধ জ্বালা-কালিমা মুছে দিবে
হায় ফুলমতি! সব হারিয়ে পায়নি
এতটুকু মাথা গোঁজার ঠাঁই।
সোহাগী, সখিনা কোথায় তোমরা
কেমন আছো? সংগ্রামী জনতার মাঝে
স্নেহ ভালোবাসা শক্তি সাহস দিয়ে
উদ্বুদ্ধ করেছো মুক্তিকামী মানুষেরে।
তোমাদের ভালোবাসা পেয়ে মুক্তিসেনা
দুর্দম, দুর্বার হয়ে ওঠেছে রণাঙ্গনে
হাতের কাঁকন খুলে কোমল হাতে অস্ত্র ধরেছো
রাইফেল, বেয়নেটের ভয় না করে
চুপিসারে ছদ্মবেশে ছুটে চলেছো নির্ভয়ে
যদি দেখা পাও ভাইয়ের-প্রিয়জনের।
মা রাত জেগে বসে আছে দরজা আলগা করে
তার খোকা আসবে বলে–
রেণুবালার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে
জরিনার পরনে সফেদ শাড়ি
অস্ত্র আর পাষণ্ডের লোলুপ লালসার কাছে
ওরা সম্ভ্রম হারিয়ে এনেছে একটি দেশ
লাল সবুজের একটি পতাকা।
আমরা পেয়েছি একটি দেশ, একটি পতাকা
ফুলমতি সোহাগী, সখিনা রেণু বালা
তোমরা এখন কেমন আছো?
লোকলজ্জার ভয়ে বোন দিয়েছে আত্মাহুতি

সে বেদনা ইতিহাস হয়ে থাকবে চিরদিন।
তোমাদের কাহিনিগাঁথা ব্যথায় আক্রান্ত
তিন যুগ পেরিয়ে যার হলো কয়েকটি বছর
কেউ খোঁজ রাখেনি তোমাদের,
তোমরা বীরাঙ্গনা নন্দিত জননী
এই রক্তমাখা বাংলার বুকে
নিন্দিত হয়ে নন্দিত হয়েছো।
ক্ষুধায় অন্ন, এতোটুকু ঠাঁই নাই বা হলো
আব্রু ঢাকার বস্ত্র নাই বা পেলে
খেতাবটি তোমাদের মন্দ নয়
বীরাঙ্গনা।
সনদ পেয়েছো ত্যাগের বিনিময়ে
এই কি যথেষ্ট নয়?
কালের গভীরে হারিয়ে যাবে তোমরা
হারিয়ে গেছে অনেকেই
তাতে দুঃখ কি? কার?
তোমরা থাকবে খবরের কাগজে
যুগে যুগে চিরকাল।
প্রতিবছর ষোলই ডিসেম্বর আসলে
খবরের কাগজে শিরোনাম হবে।

হৃদয় বীণার তার

সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন

যে গল্পটি শোনাবো আমি
লাগবে জানি ভালো
পরাধীনতার কবল থেকে
কেমনে মুক্ত হলো

বিশ্ব মাঝে এমন দৃষ্টান্ত
আর হবে না
সোনার সন্তান দেশটির মাঝে
এক একটি সুদক্ষ সেনা।

স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি কভুও
কেমনে করবে স্বাধীন
এক টুকরো ভূখণ্ড তাও পরাধীন
ঘোষণা দিলো পশ্চিমারা
রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু হবে
যুদ্ধ হবে দেশ নিবে
লাগবে না দেশবাসী
বলে দেশের সর্বজন
মুখের ভাষা কেড়ে নিলে
কি নিয়ে আমরা বাঁচি।

ফুসফুস করছে অজগর
দেশটি ফেলেছে ঘিরে
জ্বালাও পোড়াও ঘর-বাড়ি
মানুষ পুড়ুক অনলে
মা-বোনের ইজ্জত লুটে নিলো
হায়েনার দল
গর্বিত মায়ের সোনার ছেলে-মেয়েরা
বইয়ে দিলো দেশের মাটিতে
লাল বর্ণের ঢল।

ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর
বাড়িয়ে মনোবল
এক সাগর রক্ত ঝরিয়ে দিলো

গড়লো রক্তের দেয়াল।
নাইবা ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র
ছিলো বিপুল বাঁশ
স্বাধীন ভূখণ্ড ছিনিয়ে আনতে
মাত্র লাগলো নয় মাস।
ক্ষিপ্ত হলো জনগণ
ক্ষিপ্ত ছাত্রদল
ভাষার বুকে আঘাত হানায়
বাড়লো তীব্র রোষানল
ঘোষণা শুনে দেশের রত্ন ছেলে
আহ্বান করে দেশবাসীর তরে
যার যা আছে হাতে ধরো
আন্দোলন গড়ে তোলো
প্রতি ঘরে ঘরে।
মা ভাই বোন ঘর ছেড়ে
বাইরে আসো দলে দলে
মুক্তি পাগল তরুণ দল
অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে
হুংকার ছেড়ে আরো বলে–
জান দেবো মান দেবো না
ভাষা দেবো না দেশ দেবো না
স্বাধীন করবো এ মাটি
বজ্রকণ্ঠে দেশবাসীর তরে
ঘোষণা দেয় সে দেশের সূর্য সন্তান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

নারী পুরুষ সবাই মিলে
করেছিলো পণ
আনবেই ছিনিয়ে স্বাধীনতা
যদিও যায় জীবন।
দেশটি হলো স্বাধীন
তারা স্বাধীন একটি জাতি
শত্রুমুক্ত দেশবাসী
অশনী শক্তি ছাড়লো দেশের ঘাঁটি।
স্বাধীন ভূখণ্ডে
নীলাকাশের নিচে
গাইলো স্বাধীন একটি গান
পতপত করে উড়লো পতাকা
এই লাল সবুজ পতাকা বাড়ায়
সেই জাতির মান।
সে দেশটি আমারও দেশ
আমার হৃদয় বীণার তার
ভুলে যাই সব দুঃখ ব্যথা
যখন শুনি আমার সোনার বাংলা গান।

শক্তি

শামীম আরা

ভালোবাসার অপর নামই হলো শক্তি
বুঝিয়েছে নিজ মন যদি করো তাকে ভক্তি।
এতো গেলো মন, মন নিয়ে বোঝাপোড়া
আসল শক্তি জাগ্রত আনত যদি আসে বর্বরতা।
যুগে যুগে যুগ ফিরে যেন চাকার মতো
মানুষের শক্তি কখনো বর্বরোচিত
কখনো আবার হয় যে ভালোবাসায় রক্তি
শক্তি বেড়ে হয় শত- অজস্র মানবতার মতো।
মানবতাহীন মানব আমরা যদি এখনই অস্ত্র ধরো হাতে
মেয়েরা অন্তরে লালিত হলেও হয়ে যাও ছেলে যুদ্ধের ময়দানে।
ব্যাগে লও ছুরি কাচি, কাঁটা, বিচুটি পাতার কামড়
মাঝে মাঝে সর্প নিয়েও ঘুরো
সুযোগ বুঝে মারো কুম্ফু কেরাত লাথি থাপ্পড় ।
পোশাক-আশাকে নিও না বাড়তি ঝামেলা
কোমনীয়তা ভেঙে মারো দাঙ্গা হতে হবে এ বেলা।
ভালোবাসার শক্তি পড়ে থাক কিছুদিন অন্তর কোটরে
অস্ত্র-ধ্বনি আওয়াজ তোল আসিতেছে শক্তি জমা ছিল আটপৌরে।

০৮.১০.২০২০

বিশ্ব নেতা

মনিরা আক্তার

তিস্তা, মধুমতি, পদ্মা, মেঘনায়
ভাঙ্গনের গান বাজে,
তবু মানুষের খাবার জোটে,
পরনে কাপড়, পায়ে সেন্ডেল,
তিন বেলা পেট পুরে ভাত খায় মানুষ।

এক যাদুর কাঠির ইঙ্গিতে সব হচ্ছে
সে যাদুর কাঠি জাতির পিতার তনয়া
বাংলার মানুষের মধ্যমণি শেখ হাসিনা।
তুমি সব পারো।
কিভাবে পারো? অবাক বিস্ময়ে ভাবে বিশ্ব
রুপালি ইলিশ আর গাছ গাছালির
মায়াময় ছায়া,
রূপসী বাংলা তোমার রূপে মনে হয়
শত জনমে আবার তোমার কোলে ফিরবো।
তুমি কন্যা, জায়া, জননী
মাগো বার বার এ বাংলায় জন্ম নাও এ আমার কামনা।

তোমার বিশ্বাসে বুক বাধে মানুষ ,
বিশ্ব মুখ ফিরিয়ে নিল, তুমি বললে হবে
দেখিয়ে দিলে তুমিই বাংলার যোগ্য নেতা,
তুমি বঙ্গবন্ধু কন্যা আবারো বিশ্ববাসীকে জানান দিলে ।
সে স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ প্রায় শেষের দিকে।
অবাক বিস্ময়ে বিশ্ব তাকিয়ে রয়
তুমি পারলে করে দেখালে।

বন্যা অতিমারীতে পৃথিবী যখন দিশেহারা
তুমি অটল সুদক্ষ পরিচালনায়
তুমিই সব পারো
আজ এ দেশে সব ধর্ম বর্ণের মানুষ এক সুতোয় গাঁথা।
অবাক বিস্ময়ে ভাবি
তুমি কিভাবে পারো !
তুমি বাংলার মুখ, তুমিই বিশ্ব নেতা
তুমিই জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরী

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

চাঁদের শহর

কামরুন নাহার কাজল

এই কৃত্রিম বাগ থেকে
বের হলেই যে হোঁচট খাই
নিজেকে মেলাতে পারি না
বাহ্যিক সভ্যদের সঙ্গে
তাইতো শিউলি তলায়
খুঁজে ফিরি কমলা পাড়ের
সাদা শাড়ি পরা কিশোরী ফুল-
আরো খুঁজি কৃষ্ণচূড়া, জারুল, শিমুল
কাশফুল ও হিজলের বন
বাসার সামনে কদম গাছটা
কবে ফুলে ভরেছিলো
জনজীবন ঝঞ্ঝাটে বুঝতেই পারিনি
সারাবেলা মনে বাজে যেনো
বেহালার সুর
ইদানিং রাতে ছাদেও যাই না
চাঁদের শহর দেখতে
কেননা, আমার বাঁশিওয়ালা
মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন যে
চলে গেছে কালান্তরে।

তুমি আমার নেত্রী
কবি রানু পন্নী

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা
আমার নেত্রী তুমি তুলনাহীনা
তুমি ছাড়া আজকের এই বাংলাদেশ
কীভাবে পেতাম, কোথায় পেতাম ভাবতেও পারি না।
তুমি মানেই বাংলাদেশ- বাংলাদেশ মানেই তুমি
তোমাকে পেয়েই তাই ধন্য আমার এই বঙ্গভূমি
সবার মুখে হাসি, নেই কোনো ক্লেশ।
কখনো তুমি অগ্নিবীণা
আবার কখনো তুমি মনোবীণা
কোমলে কঠোরতায় তুমি ছাড়িয়ে গেছো সব কল্পনা
সমস্ত পৃথিবী অবাক হয়ে চেয়ে রয়
এ কেমন করে হয়।
দ্বিতীয় বিশ্বমানবতার জন্য যদি বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে
আবার কোনো হাসিনার জন্ম হয়।
পেয়েছি তোমার কাছ থেকে গৌরবের পদ্মা সেতু উপহার
কেমনে জানাবো বলো কৃতজ্ঞতা
ফিরিয়ে এনে দিয়েছো অতল সমুদ্রে
আমার ন্যায্য অধিকার।
তুমিই দিয়েছো উন্মুক্ত করে বাংলাদেশের
সীমানার রুদ্ধ দুয়ার।
লক্ষ বুভুক্ষের মুখে তুলে দিয়েছো মুখের আহার
কোনোদিন কি শোধ হবে না এই ঋণ তোমার?
যতদিন থাকবে পদ্মা সেতু
আকাশে মাথা উঁচু করে
পদ্মার ঢেউ যাবে বইয়ে বইয়ে
ততদিনই থাকবে তুমি বাংলাদেশের
মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
তুমি বাংলাদেশের জন্য
এক অনন্য উপহার
আল্লাহতালার
আমরা বাংলাদেশি
দোয়া চাই আল্লাহর কাছে
তুমি হও শতবর্ষী।

এগিয়ে যাওয়া পংক্তিমালা
নাসরীন আখতার

নারী তুমিই এসেছো জাগরণ সৃষ্টির উল্লাসে
নারী তুমিই এসেছো লাল সবুজ পতাকা উড়াতে
নারী তুমিই এসেছো বিশ্বকে জাগ্রত করতে।
নারী তুমিই সৃষ্টি করেছো ভালোবাসতে
নারী তুমিই দিয়েছো মাতৃত্বে মা-তে
নারী তুমিই পারো সুখ-শান্তি বিসর্জন দিতে।
নারী তুমিই দিয়েছ মান, দিয়েছো প্রাণ
নারী তুমিই অনন্ত এখন একটি মন করেছো দান
নারী তুমিই এনেছো বারতার গান।
নারী তুমিই ধরণীতে দীর্ঘস্থায়ী
নারী তুমিই জাতির মাঝে চেতনাময়ী
নারী তুমিই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

দশ হাতে নারী

নারী হয়ে জন্মেছি
আমি গর্ব করি
আমিই নারী
আমিই পারি
আমি শিশু
আমি কিশোরী
আমি কন্যা
আমি বঁধু
আমি গর্ভধারিণী
আমি প্রসব বেদনা সহিনী
আমি জননী
আমি দুগ্ধদায়িনী
আমি মমতাময়ী
আমি শাশুড়ি
আমি দাদী

আমি দেশনেত্রী
আমি জ্বলন্ত কালি
আমি দেবতার দেবী
আমি বসুমতীরূপী
আমার পাদতলে
নয় হে নরক
হে সন্তান হবে স্বর্গ
আমি জয়ী
আমি জয়িতা
হে মানব দাও সম্মান
দাও ভালোবাসা

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

জয়িতা লুৎফা আক্তার মিতা

কারাগারের আঁধার থেকে দেখেছো স্বপ্নের আলো
বীজ বুনেছো স্বাধীনতার বাংলা মুক্ত হলো
হানাদারমুক্ত বাংলা কিন্তু দেশ ভুগছে দীনে,
দেশ করেছো স্বাধীন বহু রক্তের ঋণে।

দানা-শস্য যেদিকে চাই, সব হয়েছে লুট
দৃঢ় তুমি লিখেছো তখন সাম্যের চিরকুট
যে চিরকুটে লেখা হয় উন্নয়নের খসড়া
স্বাধীনতাত্তোর দেশটাকে নতুনভাবে গড়া।

মহা নায়ক আলো জ্বালে নিকষ আঁধারে
ক্রমে ক্রমে দানা ধরে শস্য ভাণ্ডারে
স্ফটিক জলের এমনি গুণ সব ধুয়ে পরিষ্কার
শেখ মুজিব তুমি ত্রাতা মানবতার।

হে কাণ্ডারী তোমার আত্মত্যাগের ফসল স্বাধীনতা
শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তুমি আমার প্রাণের নেতা।
তোমাকে ভুলবার-ভুলাবার যত চেষ্টাই হোক,
তুমি আর বাংলাদেশতো পরস্পর পরিপূরক।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

পদ্মা নদীর মাঝি যদি বেঁচে থাকতো আজ
উপরদিকে তাকিয়ে হতো বিস্ময়ে অবাক।
এতো বিশাল সেতু এ গভীর পদ্মার বুকে
বাস্তবতা মুখ তুলেছে স্বপ্ন খোলস থেকে।

স্বপ্নগুলো শেখ হাসিনা, দেশের সাধন হবে
পদ্মা নদী পানির ধারায় হৃষ্টপুষ্ট রবে।
স্বপ্নগুলো বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন হয়ে যায়
পদ্মা মেঘনা যমুনায় মিশে অবিরাম ধারায়।

আশার আলো এসেছে এবার সবার হবে ভালো
উজান ভাটির মানুষের আশা পূরণ হলো।

পদ্মা সেতুর এপার ওপার যাত্রা উন্নতির
অনবদ্য এ বিজয়ে আজ উঁচু বঙ্গশির।

ব্যস্ত জীবন

সুলতানা রুবী

ব্যস্ত দিনে ব্যস্ত জীবন
কবিতা নাহি আসে
ছায়ানীড় তবু বলে কবিতা লিখতে হবে ।
আমি যে খুব ব্যস্ত মানুষ ঘর সংসার নিয়ে
কখন লিখব আমি ? সময় নাহি মিলে।
কবিতা লিখতে ভাষা লাগে কোথায় খুঁজি তারে
সময় পেলেই শুয়ে থাকি অলসতার ভারে।
ভাবতে পারি না আকাশ পাতাল
গন্ধ পাই না ফুলের
ভালোবাসা মুখটি ফিরায় তিরস্কার ভরে ।
পাখিরা সব উড়ে পালায় আমায় দেখলে পরে
নীল আকাশে মেঘের ভেলা সরে যায় দূরে
রাতের আকাশ তারায় ভরা আমায় নাহি ডাকে
পূর্ণিমা চাঁদ , সেও যেন বাঁকা চোখে হাসে।
কারে নিয়ে লিখব আমি সবাই যেন দূরে
ডাকলে কাছে বলে তারা আসবে না কি পরে।

স্বাধীনতার সূর্য উঠে

হোসনে আরা ডলি

শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠে
গর্জে ওঠে বাংলাদেশ
'এবারের সংগ্রাম আমাদের
মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
বীর বাঙালি শপথ করে
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে।
পঁচিশে মার্চ কালরাতে
ঝাঁকে ঝাঁকে আর্মি নামে
ঘুমন্ত মানুষ কেঁপে ওঠে

ভয়, চোখে মুখে শুধু ভয়।
যেন খুনের নেশায়
যমদূতের হিংস্র কড়া নাড়া
নবজাতকের আর্তনাদে
হায়! স্তব্ধ হয়ে যায় পাড়া।
লেলিহান শিখায় শহর বস্তি
ছাত্রাবাস যায় পুড়ে।
পাখির পাখায় হাওয়ায় হাওয়ায়
গাঁয়ে গঞ্জে মাটিতে পাহাড়ে
পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে
উথাল ঢেউয়ে ছাব্বিশে মার্চ
শেখ মুজিবের ডাক আসে
মুক্তি পাগল ভাইরে আমার
মুক্তি পাগল বোনরে আমার
এক হও জোট বাঁধো
কণ্ঠে তোলো জয় বাংলা
হাতে নাও যার যা আছে
অস্ত্র ধরো, অস্ত্র ধরো,
বাংলাদেশ স্বাধীন করো।
সেই বসন্তে ঝরাপাতায়
রোদে জলে দিনে রাতে
অস্ত্র কাঁধে অস্ত্র হাতে
মুক্তিযুদ্ধে ছুটে আসে।
পথে ঘাটে বন বাদাড়ে
নদীর বুকে ঝড় বাদলে
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
বাংলা মায়ের রুদ্র মেয়ে
জীবন দিয়ে সম্ভ্রম দিয়ে
গুলি বন্দুক গ্রেনেড ছুড়ে
যুদ্ধ করে, যুদ্ধ করে
বীর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।
যুদ্ধ শেষে মুক্ত দেশে
রক্তমাখা পূর্ব আকাশে
আলোয় আলোয় স্বপ্ন ফোটে
ঘাসে গাছে ফুলে ফুলে
স্বাধীনতার সূর্য উঠে
স্বাধীনতার সূর্য উঠে।

তিরিশ লক্ষ ফুল

হোসনে আরা ডলি

বাংলাদেশের নদী পথে মাঠে ঘাটে
বনে জঙ্গলে হাজারো বাজার হাটে,
তিরিশ লক্ষ ফুল ফুটে আছে জানি
সেই ফুলগুলো বাঙালি জাতির প্রাণ।
ভাবলে সে কথা চোখ ফেটে আসে পানি
তিরিশ লক্ষ ফুলের রয়েছে,
তিরিশ লক্ষ ঘ্রাণ।
প্রতিদিন এই ঘ্রাণ শুকি আর ভাবি
আমার দেশের কাছে নেই কোনো দাবী
কারণ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা
কখনো ভুলতে পারবো না সেই কথা
এই স্বাধীনতা ফুলে ফুলে অবদান
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের রয়েছে
তিরিশ লক্ষ ঘ্রাণ।
আজো এই ঘ্রাণে দেশ হয় মাতোয়ারা
গন্ধে গন্ধে সারা ঘরে পড়ে সাড়া,
কত দামে কেনা আমাদের স্বাধীনতা
চোখের জলে তা ভিজে পায়
একটু সজিবতা।
স্বাধীনতা মানে ফুল করে অভিমান
তিরিশ লক্ষ প্রাণের রয়েছে
তিরিশ লক্ষ ঘ্রাণ।

নদীর চলার ঢঙ

শামছুন্নাহার রুবাইয়া

নদীর ভরা যৌবন এখন, সরবে চলে কলকল করে।
ঢেউয়ের আঁচল উড়িয়ে দু'কূল ছাপিয়ে কোন উজানের
পাহাড়ি বালিকার মতো,
টইটম্বুর হয়ে উঠে প্রেমের পরশে, যা কিনা ক'দিন আগেও
মরা ছিলো!
মনের টানে সবার জন্য তার এই আনন্দে মেতে উঠা।
সকালে থেকে সন্ধ্যা অবধি উত্তাল রসে টলমল।
হেরফের নেই এতটুকু বড়ই চঞ্চল, চটুল আর উচ্ছল।
মিঠেল রোদ পড়ে তার গায়ের অলংকার করে,
নিভৃতে ভালোবেসে পরশ বুলায় শরতের কাশফুল তারে।
হালকা আমেজ প্রকৃতি তখন সবুজ সাদা আর নীল পাড়ে
শাড়ি পরে।
আহ্ কি ফ্যাশন তার রঙচঙে!
ঠিকঠাক সেজেছে যেন তার বুকে প্রেমের উৎসবে
মাতোয়ারা।
এত ওর ভ্রমণের শখ, গ্রাম থেকে শহর অবধি নেচে বেড়ায়
মনের ভঙ্গিতে তাধিন তাধিন করে।
ঝিঙেফুলের কাঁচা হলুদ গঠন যেন তার, রূপের কি নান্দনিক
বাহার!
প্রকৃতি প্রেমিরা নন্দিত তার এমন চলার ঢঙে।
কত যে বাজনা বাজায় তুমুল সরগম তুলে, লঞ্চ-স্টিমার-
ভেঁপু, মাঝিরাও তার সাথে তাল মেলায় সমান তালে।
হিজলের তলে বংশী বাদক অপেক্ষায়,
নদী সবাইকে তার রং বিলায়।
লেখক লিখে গল্প, কবিতা লিখে কবি, চিত্রশিল্পী আঁকে
মন ভোলানো ছবি।

০১/১০/২০২০

বঙ্গবন্ধু

বেগম রোকেয়া ইসলাম

বঙ্গবন্ধু, কোথায় তোমার বাস?
ইট পাথরের দালানকোঠায় নয়
মণিমুক্তা খচিত সিংহাসনেও নয়
মানব হৃদসিংহাসনে তোমার বসবাস।
কত দেশ ঘুরেছো তুমি?
বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে,
বিচরণ করেছো উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু
না, তুমি জানো না।

বাঙালি জাতি আজো শুনতে পায় তোমার পদধ্বনি,
দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠে
বহমান নদীর বাঁকে,
আঁকাবাঁকা মেঠো পথে
সাগর সৈকতে,
হিমালয়ের পাদদেশে, গহীন অরণ্যে।

কতটা শক্তিশালী ছিলো তোমার বাহুদ্বয়?
যে বাহুতে আজো আবদ্ধ করে রেখেছো বাঙালি জাতি,
তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায় প্রতিবাদী।
তোমার ধ্বনিতে আওয়াজ তুলে
আজো পাখি গান গায়, হাল ধরে মাঝি।

কিশোরীর নূপুরের ঝংকার
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কলতান,
আজো মনে করিয়ে দেয় তুমি ছিলে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

কোথায় তোমার অস্তিত্ব?
তুমি কি জানো, বাঙালি জাতির
রক্তের সঙ্গে মিশে আছো তুমি
তোমার আদর্শ নিয়ে ভালোবাসে প্রিয় জন্মভূমি।
তোমার সাহসিকতা
এনে দিয়েছে বিজয়ের পতাকা।

চিরঞ্জীব নক্ষত্র

মুশতারী বেগম

মধুমতি বাইগার নদীর তীরে জন্ম যাঁর,
হিজল-তমালের ছায়াঘেরা নয়নাভিরাম গ্রামটিতে
ছিলো যাঁর বিচরণ, দোয়েল আর বাবুই পাখির বাসার
নির্মাণশৈলীতে যাঁর স্বপ্নভরা চোখে ছিলো সৃষ্টির স্বপ্নদর্শন
তিনি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
সেই মুজিবের নৌকায় বাঙালিরা বহমান।
মায়ের কোলে পরম স্নেহে বেড়ে ওঠা,
সেই ছোট্ট খোকা হলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখা স্থপতি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তৈরি করে দিয়ে গেলেন 'ছয় দফা' বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ,
বাঙালি জাতির মুক্তি আর বেঁচে থাকার স্বপ্নে,
থাকলো না আর কোনো বাঁধা আর সঙ্কোচ।
পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার শ্যামল মাটির মান-
এই একটি মানুষের আহ্বান– 'নিজে বাঁচো,
আর অপরকে বাঁচতে দাও'। ফিরিয়ে দিলো
সাড়ে সাত কোটি মানুষের তাজা প্রাণ;
তিনি আর কেউ নন, আমাদের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান।
একাত্তরের সাতই মার্চের সেই যে অগ্নিঝরা ভাষণ,
বাঙালির জীবনে এনেছিলো মুক্তির শিহরণ....।
বীর মুক্তিযোদ্ধারা, মা-বোনেরা এগিয়ে এলো
জয় বাংলা ধ্বনিতে, হাতে নিয়ে রণতূর্য,
বীর বাঙালি নয় মাসেই দেখতে পেলো স্বাধীনতা উদীয়মান সূর্য।
হাতে পেলো লাল-সবুজের পতাকা এই রণভূমিতে
কেউ কোনোদিন পারবে না বঙ্গবন্ধুকে ভুলিতে।
অন্তরে রহিবে তার স্মৃতি দেশ-দেশান্তরে'
মুছিবে না চিহ্ন তাঁর কোনোদিন যুগ-যুগান্তরে।
'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বাঙালির জীবনে
বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার অবদান;
তিনিই রাখলেন বাঙালির মান,
'বাংলা ভাষা' আর বাঙালির প্রাণ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

হে বটবৃক্ষ
শাহানাজ রহমান

একাশি বছর পূর্বে
তোমার জন্ম এই বাংলার মাটিতে।
বৃটিশদের রক্ত চক্ষু দেখেছো
পাকিস্তানিদের বৈষম্য নীতির মাঝে
বিকশিত হয়েছো,
মুক্তিকামী মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধুর
৭ই মার্চের ভাষণের শ্রোতা তুমিও ছিলে।
হে মহান বটবৃক্ষ
তোমার সুশীতল ছায়ায়
টাঙ্গাইলবাসী ধন্য,
প্রবীণ আইনজীবী হিসেবে
তুমি অগণ্য।
হে বটবৃক্ষ অনেক ঝড়ের মাঝেও
তুমি অবিচল অটল
একাশিতে দাঁড়িয়ে তুমি
তোমার পরশে করেছো সুশীতল।

অনন্ত জননী
কুমকুম সাহা

সারাদিন এতো কালো মাখি যে হাতে
এতো অন্ধকার জড়ো করি মন ভাঁড়ারে
অসূয়ার ভারে ন্যুজ পা টেনে টেনে ফিরি ঘরে।
জানি তো তখনও তুমি জেগে
অনন্ত নক্ষত্র বিথী তোমার আঁচল
ছেয়ে আছে আমার আকাশ;
যদি খণ্ড মেঘ ঢেকে ফেলে ধ্রুবতারাটিকে
জানিতো তুমিই দেখাবে আলোর পথ।
তাই তো তোমাতে হই স্থিত
অনন্ত জননী তুমি আছো জেগে
এ স্থির বিশ্বাসে দেই ডুব প্রাণের গভীরে
জানি তো দুয়ার আছে খোলা।

বিধাতার কাছে প্রার্থনা
ডা. লতিফা খান (রুবা)

মানুষ স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে
স্বপ্নের মধ্যে সুখ
আর স্বপ্নের মধ্যেই জীবন।
অনেক কিছু আশা ছিলো আমার জীবনে
একে একে পূরণ হলো সবই তোমার জীবনে
আশা ছিলো যাবো আমি মক্কা মদিনাতে
সে আশা পূরণ তুমি করলে আমারে।
সব গুনাহই মাফ করেছো বিশ্বাস আছে মনে
তোমার প্রতি বিশ্বাস আমার হলো
অনেক স্মৃতি, বিস্মৃতি সবই গেলাম ভুলে।

৮ই মার্চ এর পর থেকে মনে বাঁধলো অনেক বাসা
কেমন করে বিশ্ববাসীর মন থেকে ঘুচবে মনের কাঁটা
চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে করোনা আর করোনা
বিশ্ববাসী বাঁচবে কেমন করে তুমি বলে দাও না
একদিন একাগ্রচিত্তে কেঁদেছে তোমার তরে
আজকে আমরা সবাই মিলে কাঁদছি তোমার দ্বারে
তুমি বিশ্বের মালিক, সর্বেশ্বর তুমি সৃষ্টিকর্তা
তুমি করিবে দান, তোমার দানেই পাবো প্রাণ।
তুমি সবার গুনাহই করে দাও মাফ
তুমি প্রজ্ঞাময়, তুমি মহান।

স্মরণে

মনে পরে সেই বজ্রধ্বনি
যার কণ্ঠে ছিলো জয় বাংলা জয় বাংলার বাণী।
বাংলার শত শত মানুষকে
এক ডাকে জাগিয়ে ছিলে তুমি
আজ তুমি নেই মোদের পাশে
তবু যেন মিশে আছো
শত কোটি মানুষের ভিড়ে
চারদিকে শুধু তোমার ধ্বনি
আজ মুক্ত আজ স্বাধীন
আকাশে বাতাসে বিজয়ের ধ্বনি
শত কোটি সালাম জানাই
হে বঙ্গ পিতা শেখ মুজিব
শেখ মুজিব।

বৃক্ষরাজ
প্রতিমা রায়

হে বৃক্ষরাজ তুমি মহান
তুমি হলে প্রকৃতির প্রধান
তুমি মানুষকে দাও অক্সিজেন
এতে ভরে ওঠে মোদের প্রাণ।

তুমি মধুপুর, ভাওয়ালের গড়
অথবা সুবিস্তৃত সুন্দরবন।
পৃথিবীর যেখানে তুমি নেই
সেখানে ধু ধু সাহারা মরুভূমি
অথবা বৃষ্টিহীন বালুকাময় পথ।

তুমি যেখানে আছো সেখানে
প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার অ্যামাজন
কোথাও আবার আফ্রিকার মতো
ভরে আছো তুমি পৃথিবীর প্রাণ।
হে বৃক্ষরাজ তুমি পৌর উদ্যান
তুমি বোটানিক্যল গার্ডেনের বোটানির
ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার প্রাণ।

ঘর

ঘর হচ্ছে স্বর্গ
ঘর হচ্ছে শান্তি,
ঘরে এলে দূর হয়ে যায়
সবার যতো ক্লান্তি।

ঘর থেকেই শিশুর জীবন
ঘর থেকেই শিক্ষা,
ঘরে বসেই রাজনীতির
সূক্ষ্ম যতো চিন্তা।

ঘরে বসে কবিতা লিখা
ঘরে বসে স্নান, খাওয়া
ঘর থেকেই শিল্পী হওয়া
ঘরেই চাওয়া পাওয়া।

সবার হৃদয়ে থাকে
ঘরের সুন্দর একটা স্বপ্ন
সবাই মোরা গড়বো দেশ
ঘরের মতো যত্ন।

আমার দেখা নেতা
নাজমুজ সালেহীন

নেতা তুমি সংগ্রামী আর রাজ পথের কাহিনি
নেতা তুমি যৌবনের, সংগ্রামী ও জাগ্রত জনতার।
নেতা তুমি শিশুর হাসি, কল কল ছল ছল
নেতা তুমি রবীন্দ্র নজরুলের, কাব্য গাঁথা মালা
নেতা তুমি মেঘ গর্জনের, হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বারতা।
নেতা তুমি শরৎকালের কাশফুলের দোলা
নেতা তুমি নীল আকাশে, লক্ষ কোটি তারা
নেতা তুমি দুরন্ত দুর্বার গতি, অবিচল অবিরাম ধারা
নেতা তুমি জাতির পিতা আদর্শেরই চোখ ছল ছল
নেতা তুমি ভালোবাসার কাব্যিক কারিগর
নেতা তুমি কাল বৈশাখীর, তাণ্ডব খড়গধারী
ভেঙে যাবে তবু হারাবে না কভু
আদর্শে গড়া মনোবল খানি।
নেতা তুমি কালজয়ী, উপন্যাস রচয়িতা
নেতা তুমি বঙ্গবন্ধু চিরায়িত কবিতা।
নেতা তুমি লাল সবুজের, পতাকার সাক্ষী হয়ে
রবে চিরকাল রবে উন্নত, বাঙালি জাতির তরে।
নেতা তুমি অমর কবিতার, শেষের পংক্তিমালা
নেতা তুমি বাঙালি জাতর, আলোকিত বাংলা
বায়ান্ন, মুক্তিযুদ্ধ, শোষণ শোষিতের ইতিহাসে
রয়েছে তোমার পদচারণা, ইতিহাস সে জানে।
গদ্য-পদ্য ছন্দ তালে, রয়েছে অগাধ চলাচল
কারবা এমন সাধ্য বলো, মানায় তোমায় হার।
নেতা তোমার জন্ম দিনে, ছোট্ট উপহার
পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি, নেতা যে তোমায়।
নেতা তোমার জন্ম দিনে মহান আল্লাহর কাছে
নেক হায়াত দান, দীর্ঘজীবী তিনি যেন করেন।

হয়তো তোমার জন্য

তুমি অজস্র প্রতিকূলতা কাটিয়ে
হয়েছো জয়িতা, তুমি ভাঙা গড়ার মাঝে
নিজেকে দাঁড় করিয়েছো কঠোর এক দীক্ষায়
তুমি কষ্টের মাঝে জেগে ওঠা, টগবগে উচ্ছল ঝর্ণা
গোলাপের সৌরভ ছড়িয়েছো
দৃঢ়তার সাথে পারি দিয়েছো
পাহাড়, পর্বত সমুদ্রের উত্তাল যৌবনকে
কণ্টকময় পথকে করেছো মসৃণ।
তুমি পরাজয়কে করোনি ভয়
অকুতোভয় হয়ে জয়ী করেছো নিজেকে
তিল তিল করে গড়েছো নিজেকে
তিলোত্তমা রূপে
তুমি পারিবারিক সামাজিক কুসংস্কারকে
ভেঙে
হয়েছো আত্ম দীক্ষায় বলীয়ান
সত্য সুন্দরকে করেছো পাথেয়
এগিয়েছো, করেছো দ্বার উন্মোচন
তুমি জরাজীর্ণতার অভাবে
কোনো কিছুতেই দমে যাওনি
কাল বৈশাখীর তাণ্ডব তোমাকে
করতে পারেনি লণ্ডভণ্ড।
স্রোতস্বিনীর ভাঙাগড়া
দমিয়ে রাখতে পারেনি তোমায়
তুমি লক্ষ্যে ছিলে অবিচল অটল-অমর
তোমায় দমিয়ে রাখতে পারেনি
কোনো বাধা-বিপত্তি ঘুণে ধরা সমাজের
প্রথাগত প্রকৃতিগত কোনো অনিয়ম
তুমি আজ বীরদর্পে এগিয়েছো
হয়েছো জয়িতা
তুমি আজ জীবন সংগ্রামে কিংবদন্তী কথা
বদলে দিয়েছো ঘুণে ধরা সমাজের
চিরাচরিত প্রথা
এগিয়ে দিয়েছো নিয়েছো।

মা

মীনা আক্তার

মা আমার ধরণী
মা আমার নয়ন মণি
তুমি খুশিতো জগৎ খুশি
তোমার হাসিতে আমরা হাসি।
অন্তর তোমার প্রেম সাগর
মায়ায় ভরা মন
অমাবশ্যায় থাকি মোরা
অভিমানী হও যখন।
শুনলে তোমার মুখে
উড়ে যাবার কথা
প্রাণে যে লাগে বড্ড ব্যথা
তুমি আছো তাই
সূর্যের তাপ
টের নাহি পাই
তুমি সইতে পারবে না
সন্তানদের ব্যথা যন্ত্রণা
কারণ তুমি যে মা
দোহাই তোমার
ছেড়ে দাও, ছাড়ো গো মা
ওপারে যাওয়ার আশা।
যা হবার তা হোক না
রেখো না ভাবনা
দেখো তুমি
মনের দুয়ার খুলে
তোমার জন্য সবার
কতো ভালোবাসা
তুমি আছো, থাকবে চিরদিন
ধরিত্রীর বুকে
আমার ধরণী হয়ে
অম্লান বদনে।

স্বপ্নের মসিহা

মেহনাজ বিনতে শহীদ

বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বপ্নভঙ্গ; এক চর্বণচোষ্য জাতি
পশ্চিমেরা পুবের স্বপ্নে জ্বেলেছে আগরবাতি।
নাতিদীর্ঘ বাজেটে আর তো পেট চলে না,
ন্যায্য কথাতেও ওদের মন টলে না।
কী যন্ত্রণা মননে, কী বিষ দেয় ঢেলে,
উল্টে - পাল্টে স্বপ্নগুলো পুড়ছে গরম তেলে।

তেমনি দুঃসময়ে, এক স্বপ্ন মসিহার ডাক
বৈষম্যের রাজনীতি, নিপাত যাক - নিপাত যাক।
এক স্বপ্নদ্রষ্টা, যার নাম 'শেখ মুজিবুর রহমান',
পরাধীন বদ্বীপে যিনি স্বাধীন বাংলা চান।
দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে এক করে,
যিনি দেখিয়েছিলেন, 'বাঙালিরাও পারে'।
হ্যাঁ, বাঙালিরা পেরেছে এবং আরো পারবে,
তুমি উপর থেকে মুগ্ধ নয়নে দেখবে আর হাসবে।
পরাধীনতার আঁধার কাটিয়ে বাড়ালে বাংলার মান
তুমিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কোন একদিন

ফরিদা ইয়াসমিন

সেদিন সাঝের বেলা গিয়ে ছিলাম নদী পাড়ে।
চোখ ভরে দেখছিলাম তেজোদীপ্ত সূর্য মামার,
অস্ত যাওয়া নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলি।
কি যেন ভেবে, তাকালাম খানিক দূরে,
চোখ পড়লো এক মধ্য বয়সী নারীর
একরাশ কালো চুল পিঠের উপর এলোমেলো
উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে শূন্যে।
তার এলোমেলো দিঘল কালো কেশ
দৃষ্টি কেড়ে নিলো পথ ভোলা সব পথিকের
ক্লান্ত পাখি তার নীড়ে ফেরার স্বপ্ন ভুলে
থমকে গেলো আকাশের নীল সীমানায়।
কে সে মধ্য বয়সী নারী? সে কি নাটোরের বনলতা?
না মেঘে মায়ার মেঘ কন্যা? নাকি সে কল্পনার জলপরী?
পথিক তার ঘরে ফেরার ক্লান্তি ভুলে
পলকহীন ভাবে তাকিয়ে আছে
ভাবলেশ হীন সেই মায়াবী অপরূপা
নারীর উদাস দৃষ্টির অগোচরে।

অঙ্গীকার

বিনিদ্র রাতের মাঝে সর্বদা কানে বাজে
অসীম হাহাকার
না পাওয়া তীব্রতাগুলো,
অক্টোপাসের মতো ডানা মেলে ঝাপটে ধরে চারিপাশ।
আঁধারের রং পাল্টে বিবর্ণ করে দেয় নিস্তব্ধ প্রকৃতি।
অসীম শূন্যতায় দৃষ্টি ঘুরে ফিরে থমকে দাঁড়ায় দূর সীমানায়।
যদিও বা আকাশের নীল সীমানায়
শঙ্খ চিলের ডানা মেলে উড়ে চলা,
কখনও দাড়কাকের কর্কশ কা কা রব
আবার কখনও রঙিন প্রজাতির ফুলে ফুলে প্রণয় নীলা
আবার কখনও পাহাড়ের সাথে মেঘের আলিঙ্গন
হাহাকার ভেদ করে স্বপ্নের করিডোরে
হানা দেয় মনের অগোচরে।
কিন্তু স্বপ্নগুলো স্পষ্ট হতে না হতেই,
বিলীন হয় হাহাকারের মাঝে।
বিনিদ্র সেই ভয়াল রাতের শেষে
প্রভাত আসে নতুন খবর নিয়ে।
ছুটতে হবে স্বপ্ন পূরণের নতুন অঙ্গীকারে।

অলুক্ষণে

ড. ফারহানা ইয়াসমিন

চলতি পথে হোঁচট খেয়ে পড়ল দেখ কে,
ধরিস না ভাই ছুঁত লেগে যায় অলুক্ষণে সে,
একাই সে যে উঠে দাঁড়ায় ধুলার চাদর ছাড়ি,
এমনি কত হোঁচট সে খায় রাস্তায়ই তার বাড়ি।
দোরে দোরে ভিখ মেগে খায়, নাই যে তার ঠাঁই।
মন্দ বলে দূরে ঠেলে সবে এমনি কপাল ভাই।
স্বামী তারে পর করেছে সেই কিশোরী কালে,
বুড়ো বয়সে দেখবে তারে নাই যে কোনো ছেলে
মন্দ বলে সেই যে কবে হয়েছে গ্রাম ছাড়া,
কোথায় যে ঘর কোথায় যে বাড়ি ভুলেই গেছে পাড়া।
মার্চ ডিসেম্বর আসলে তখন পরে তারই খোঁজ
তাদের তরে করবে কিছু আলোচনা রোজ রোজ।
শ' পাঁচেক টাকা ধরিয়ে হাতে দেয় যে তারে বিদায়,
দুঃখের কথা বলতে গেলে ভিখারির মত খেদায়।
মাইক থেকে স্বাধীনতার গান যখন ভেসে আসে,
যুদ্ধের কিছু ভয়াল স্মৃতি, স্মৃতি পটে ওঠে ভেসে।
গ্রামের সেই রহমান চাচা মিথ্যা কথা না কয়ে
দানবের মুখে ঠেলে দিলো তারে, গেলো মিলিটারি ক্যাম্পে লয়ে।
সেই কথা ভেবে আজও যে তার ভয়ে কেঁপে উঠে বুক,
সেই থেকে তার মুছে গেছে হায় জীবনের সব সুখ।
বাড়ি ফিরে দেখে সব ঠিক আছে সে শুধু কলঙ্ক জড়ায়ে,
হাজার অশ্রুতে মানলো না স্বামী নিলো যে মুখ ফিরায়ে
সেই থেকে সে যে পথের বিবাগী পথেই যে তার বাড়ি,
সবাই আজও আড় চোখে চায়, সে যে বীরাঙ্গনা নারী।

সভ্যতার বুকে মানুষ

এড অগ্নি তালুকদার

ভিক্ষুকের ভিক্ষা করার হাতটাই সম্বল, ছদ্ম চিন্তার
ভান করে বলা, কোথা থেকে এক আলো এসে মুছে
দিলো সব কালিমা, পাগলের হাসিতে শিকলের শব্দ
কেটে যায় ভরাট অন্ধকার।

বাস্তবের গণতন্ত্রে দেখা দেয় রাজতন্ত্র, সাধু ভুলে যায়
তার মন্ত্র, সমুদ্রে এতো জল! তবু নদীরা ছুটছে
তাকে পূর্ণ করার জন্য, পরজীবী অতীতের পদ
শব্দ মধ্যেরাতে শুনতে পাই!

দেবতার কাছে মাথা নিচু করে পয়সা নেবার কায়দা বহু
পুরোনো ! জলের সঙ্গে যখন জল হয়ে নামি, মাটির
ভেতরে হই মাটি, মিথ্যা হয়ে যাও তুমি
ঈশ্বর!

স্বাধীনতাও আজ ধর্ষিতা

যা ভালোবেসে অর্জনযোগ্য সেখানে অশ্লীলতা কেন?

রাস্তা দিয়ে চলার সময় শুধু নিজের পায়ের শব্দ
শুনছি, মাথার উপরে লম্বমান অলৌকিক চাপ পায়ের
তল থেকে শিকড় চলে গেছে ভূগর্ভে কার।

অট্টহাসি আমাদের নির্জনতা ভেদ করে খান খান
যাকে চুমু খেয়ে ছিলো রক্ত ঠোঁট তারা কিন্তু চিহ্নিত!

আজ জাতির বিবেক আর আইনের সাথে হবে
বোঝাপড়া!

ঘৃণা আর ভালোবাসার বজ্র সমন্ধে বাধা নৌকা আর
দাঁড়, শ্মশান জয়ী উন্মুক্ত হও তুই মায়ের অভিশাপে
নপুংসক হয়েছিলো খুনি, চল উঠ যাকে
ধর্ষিতা করেছিস, ভিক্ষা চাইবি তার দুয়ারে নিজের
কাটা মুণ্ডকে প্রণাম কর দীনহীনেরা!

আমাদের ভালোবাসার রীতি নীতি দেখে হাসে?
গুলির শব্দ!
বহুকাল মৃত্যু উপনিবেশ আলোকিত করে আছো
তোমরা! হয়েছিলে এখন নিজের রক্ত মেখে
সাজো! উন্মাদেরাই কেবল স্বাধীনতা ধরে রেখেছিলো
উর্ধ্বমুখী গাছ, তোকে সাবধান করেছি তোরাই কটু-
ফল, স্বাধীনতার দখল ধুয়ে যায় এই দিন এনেছে!
ধর্ষিতাও হেসে উঠে নীরব শব্দে? কারণ স্বাধীনতা-
ও আজ ধর্ষিতা!

জয়িতা

বেদেনা খাতুন

জয়িতারা সংগ্রামের মাঝে বেঁচে থাকে,
জীবন মরণ বাজি রেখে জয়িতারা পথ চলে।
জয়িতারা মনে করে যতই বাধাবিঘ্ন আসুক,
তবুও পণ করে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিয়ে হয় যে সম্মুখীন
এক সময় ঠিকই হয় সম্মানী।
নিন্দুকেরা এক সময় গভীর জলে হাবুডুবু
খেয়ে অতলে তলিয়ে যায়।
ঠিক এক সময়ে ধৈর্য সহনশীলতা ও মূল্যবোধ নিয়ে–
লক্ষ্যে পৌঁছে, সফলতা আসে জয়িতা হয়ে।

বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির স্বাধীনতা

আমিনা অমলা

১৯৭১ এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে
বাঙালির ঘুম ভেঙেছিলো পিতা তোমারই আহ্বানে।
তোমার ডাকে সেদিন জেগেছিলো তারা,
মৃত্যুকে তুচ্ছ করি দিয়েছিলো সাড়া।
ধ্বনিত হয়েছিলো সেদিন বজ্রকণ্ঠে তোমার
জাগো বাঙালি জাগো ঘুমিও না আর,
এখন যে হয়েছে সময় যুদ্ধে যাওয়ার।
তোমার কণ্ঠের সেই উদ্দিপ্ত আহ্বানে,
জেগে উঠেছিলো বাংলার দামাল বৃদ্ধ বণিতা ও আবাল।
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তারা দিয়েছিলো প্রাণ,
বইয়ে দিয়েছিলো অর্জিত ফসল আজ,
বাঙালির প্রিয় স্বাধীনতা।

জীবনের হিসাব

ইসমত আরা বিলকিস

জানি না কিভাবে করেছি এতোটা দিন পার
আরও পাড়ি দিতে হবে অথৈ সমুদ্র
চলতে হবে কন্টকাকীর্ণ পথ
চারদিকে মোর ঘন অন্ধকার।
কেউ নেই পাশে, নেই কোনো ভরসা
কেউ দিচ্ছে না এতোটুকু আশ্বাস, নেই কোনো আশা
ছোট হয়ে গেছে আমার পৃথিবী
পাল্টে গেছে সময়
ঝাপটে ধরেছে ঘন আঁধার, কি করবো
কি করা উচিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি
দুটি অবুঝ শিশুর করুণ চাহনি বলে দিচ্ছে আমায়
তাদের প্রতি আমার করণীয় কী?
সুষম খাবার ব্যবস্থা করা, ভালো পোশাক
ভালো পরিবেশে রাখা, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা
সঠিক পরিচর্যা করা, আরও হাজারও দায়িত্ব
আমার পালন করতে হবে, একলা আমি
চারদিকে নীরব দর্শক অনেক
পর্যবেক্ষণ করছে আমার গতিবিধি
আমি পারছি কিনা কোনো ঘাটতি হলে
করবে হাজারও তিরস্কার।
সাহায্য করবে না কেউ, শোনাবে না কেউ অভয় বাণী
দিন-রাত একাই লড়ে যাই নিঃসঙ্গ এই আমি
ভোর ছয়টা থেকে রাত বারোটা
নিরলস কাজ করে যাচ্ছি আমি
কখনও ক্লান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি
আবারও উঠে দাঁড়াই
ভুলে গেছি আমি মানুষ না কোনো যন্ত্র
আমারও ভালো লাগা মন্দ লাগা আছে কি না
হাত পা চলতে চায় না, তবুও অবিরাম চেষ্টা
ঘুরে দাঁড়াতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে
হেরে গেলে চলবে না, ঘুরাতে হবে ভাগ্যের চাকা
কত অঙ্ক করেছি মিলিয়ে কত হিসাব

মোর জীবনের হিসাব আজ মিলাতে পারছি না।
না পাওয়ার পাপড়িগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে ঝলমলিয়ে হাসে
কবে আমার ইচ্ছেগুলো পাখা মেলে উড়বে আকাশে
চারদিকে মোর অদৃশ্য দেয়াল পড়েছি এ কোন ফাঁদে
অব্যক্ত বাসনা মোর মনে গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে
হাঁটতে গেলে দোষ, চলতে গেলে দোষ,
দোষ উঠতে বসতে গেলে
এই নিপীড়ন শেষ হবে না এ জীবন না ফুরালে
হৃদয় হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত, সইতে পারছি না আর
অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছি তবুও ঘুরে দাঁড়াবার
পদে পদে হোঁচট খেয়ে আবার সামনে বাড়াই পা
কখনও হেরে যাবো না এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।
সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রেখে আশায় বেঁধেছি বুক।
উদিবে নতুন সূর্য আবার দেখবো আলোর মুখ
জানি এই অমানিশার ঘোর অন্ধকার কেটে যাবে একদিন
কেটে যাবে সকল আঁধার আসবে শুভদিন
শোককে শক্তিতে পরিণত করে সামনে এগিয়ে চলা
আশা রাখি আবারও আনন্দের স্রোতে ভাসবে আমার ভেলা।
সেই প্রত্যাশায় –
নবোদ্যমে কাজ করে যাই সকল ভরসায়।

নারী

রোকেয়া আক্তার

দুই অক্ষরের ছোট্ট শব্দ নারী
নারী ছাড়া অসুন্দর হতো এই ধরণী।
কখনও স্নেহময়ী জননী, কখনও প্রেয়সী
কখনও বা আদরের ভগ্নি সবই নারী
এত রূপ এত রং থাকা সত্ত্বেও সে শ্রীহীন।
আজও নারী ধর্ষিতা নারী কলঙ্কিনী
নারী পাড়ি দেয় বন্ধুর পথ একলা
তার কপালে জোটে শুধু লাঞ্ছনা আর অবহেলা।
সে বঞ্চিত হয় স্বামীর ভালোবাসা থেকে
বাবার সম্পদের ভাগ থেকে
মাতৃত্বের অধিকার থেকে।
নারীর অবদান পুরুষ কখনও স্বীকার করে না
তার যোগ্য সম্মান সে কারো কাছে পায় না
দুঃখ,কষ্টের কথাগুলো কারো কাছে বলতে পারে না
শুধু নারী দিয়ে যায় অকৃত্রিম প্রেম, ভালোবাসা
তার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে–
আজও চলেছে পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রের চাকা।

কামনা
হাবিবা পারভীন

তুমি এসো নতুন প্রাণে নতুন রূপে
এসো তুমি চামেলি, বকুল, শেফালির ঝোঁপে
এসো ডাগর চোখে ঝর্ণা ধারা হয়ে
এসো একবার লজ্জাবতী পাতার মতো নুয়ে।
এসো একবার নতুন রূপে নতুন সাজে
এসো পাশে এসো কাছে স্নিগ্ধ লাজে।
মনে হয় চলে গেছো তুমি দূরে বহু দূরে
তোমাকে কী লিখবো আমি নতুন সুরে।
একবার এসো সুখের সাথী দুঃখের সাথী হয়ে
এসো না একবার নতুন রূপে নতুন প্রাণ লয়ে।
চাদনি রাতে এসো স্নিগ্ধ হাসি মুখে
অমাবশ্যায় এসো তুমি আঁধার কালো মেখে।
বর্ষায় এসো তুমি হয়ে বারিধারা
শরতে আসলে তুমি হৃদয়ে পাবে সাড়া
নিত্য দিন এসো তুমি দিনের অবসানে
তুমি এসো নতুন রূপে আমার নতুন প্রাণে।

অমর একুশ

দামাল ছেলের রক্ত রেখা
ঐ শহিদ মিনারে যায় সে দেখা
মায়ের ভাষা অ, আ
নাম তার বাংলা ভাষা।
তুমি এসো প্রতি বছর বাংলার ঘরে
ঘটিয়ে চেতনার উন্মেষ।
হে একুশ হে অমর ফেব্রুয়ারি
তুমি কেড়ে নিয়েছো মোর ভাইকে
বুক খালি করে দিয়েছো মাকে।
তাইতো তোমাকে ভুলতে না পারি।
হে একুশ তুমি ঝাঁঝরা করে দিয়েছো
বাংরার মাঠ ঘাট নদী নদ
রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছো তুমি
পিচ ঢালা রাজপথ।
হে একুশ তুমি অমর নিথর রাত
তুমি বড়ই করুণ বড়ই হৃদয়গ্রাহী
তাইতো তোমাকে ভুলতে নাহি পারি।
হে একুশ তুমি মোদের করেছো মহান
তাইতো সবাই তোমাকে করে সম্মান।
তুমি হটিয়েছো কত উর্দু ভাষী
তুমি যুগিয়েছো বাংলার ঐতিহ্য রাশি রাশি।

বাংলা আমার

বাংলা আমার মায়ের আদর
বাবার স্নেহের ছায়া
বাংলা আমার শ্বাস-প্রশ্বাস
বাংলায় দীর্ঘশ্বাস।
বাংলা আমার বোনের গালি
ভাইয়ের ভালোবাসা
বাংলায় আমি গাইতে পারি
সব মানুষের আশা।
বাংলা আমার মধুর হাসি
সব কবিতার সুর
বাংলায় আমার গল্প বলা
পেয়েছি আলোর নুর।
বাংলায় আমি হাসি কাঁদি
বাংলায় গান গাই
এই বাংলায় এমন করে
কত যে সুখ পাই।
বাংলায় আমি রাঁধি বারি
তৃপ্ত রসনায়
এই বাংলায় মরতে পারি
করি প্রার্থনা।

বীরাঙ্গনা

স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিলো কত মানুষ জন
নারীরা দিলেও প্রাণ তারা বীর যোদ্ধা নন।
বিলিয়ে দিলো অকাতরে ছেলে স্বামী নিজেকে
পেলো না ফিরে তারা তাদের নিজ সম্মানকে।
পুরুষেরা পেলো ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আর খেতাব।
মেনে নেয়নি সমাজ মেনে নেয়নি পরিবার
এখনও তারা বেঁচে আছে অগোচরে সবার।
কখনো তারা ভুলবে না সেদিনের কথা
বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না বলার ব্যথা
মুখ টিপে হেসে বেড়ায় তাদের কত আপনজনা
২৬ মার্চ এলে শুধু বলা হয় তারা বীরাঙ্গনা।

বসন্ত

ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতুর রাজা সেই
ঘাটে মাঠে ধুলা উড়ে জল বৃষ্টি নেই
থোকা থোকা ফুল ফোটে ফুলের বাগানে
মৌমাছি গান ধরে আমের বোলে।
ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনে কানে লাগে তালা
বিরহিনী বসে থাকে বুকে নিয়ে জ্বালা।
গ্রামময় শোনা যায় কোকিলের ডাক
অলস দুপুরে মোড়ল ঘুমায় ডেকে নাক।
ঝরা গাছে দেখা যায় পাতা অজস্র
গাছে গাছে কিশলয় শত সহস্র।
দিগন্তে তাকালে শুধুই সবুজের মেলা
বাতাস করে তখন এলোমেলো খেলা।
মাঠ জুড়ে পেতে রাখে সবুজ চাদর
কৃষক ফসলের করে প্রাণ খুলে আদর।
দুপুরে কাজের ফাঁকে ঘুমিয়ে নেয় বউ
সারা বাড়ি ভরে ওঠে ফুলের গন্ধে মৌ।

একুশ তুমি

একুশ তুমি সকালবেলার শিশির ভেজা ঘাস
একুশ তুমি বাঙালির রক্ত রাঙা মাস।
একুশ তুমি রক্তে ভেজা লাল পলাশ ফুল
একুশ তুমি ফুটিয়েছিলে গাছে ভরা শিমুল।
একুশ তুমি পাখির কণ্ঠে প্রভাতফেরির গান
একুশ তুমি রেখেছিলে আমার ভাষার মান।
একুশ তুমি গর্বে ভরা আমার দেহ মন
একুশ তুমি হয়ে থাকবে সবার অবিস্মরণ।
একুশ তুমি গল্পে ভরা মায়ের আদর মাখা
একুশ তুমি ভাইয়ের চিঠি লুকিয়ে দেখা।
একুশ তুমি রক্তে রঙিন আমার ছেড়া বই
একুশ তোমায় ফেলে আমি যাবো বলো কই?

স্বাধীনত তুমি

স্বাধীনতা ছিলে তুমি ১৩৩৮ থেকে ১৫৫৮ সাল
মাঝে ব্যবধান অনেক কাল
গেলে তুমি আবার হারিয়ে
১৭৫৭ তে পলাশীর প্রান্তরে
আরো একবার হারিয়ে ছিল
প্রায় দুশো বছর গিয়েছিলো।
প্রাণ দিয়েছিলো মঙ্গলপ্রান্তে আরো যতজন
ওই শব্দটা ফিরে পাবার আশায় দিলাম
কত না মান জন ধন
১৯৪৭ এলো তারপর
পেলাম স্বাধীনতা অনেক আশার পর
শুরু হলো শাসন শোষণ নির্যাতনের খেলা
ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলো কেটেছে সারাবেলা
গড়ে উঠলো প্রতিরোধ, প্রতিবাদ কত আন্দোলন
এসব করেও ক্ষান্ত হলো না বাঙালির মন
এলো ২৫ মার্চ, শুরু হলো কাল রাত।
নয় মাস করলো যুদ্ধ বাঙালি
৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ঘুচলো আমাদের পরাধীনতা
ফিরে পেলো বাঙালি
সেই মহান শব্দ স্বাধীনতা।

জন্মদিন

জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ
অন্তরে মম
পালন হলো ছায়ানীড়ের
জন্মদিন ২৬তম
কেক নয় মোম নয়
জ্বললো না কিছু
অনেক ভীড়ের মাঝেও মানুষ
ছাড়লো না পিছু
দেখেছি অনেক শিখেছি অনেক
কত ভাষার কথন
অনেক শিখেও তৃপ্ত হয় না
ছায়ানীড়ের মতন।
দৃপ্ত রথে চলো তুমি
শান্ত ধীর লাজে
বিশ্ববাসী বাসবে ভালো
তোমার মায়ায় মজে।

১৪ ফেব্রুয়ারি

ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ ভালোবাসার দিন
লাল গোলাপটা ফুটে আছে হাতে তুলে নিন
দিতে হবে প্রিয়জনকে ভালোবাসি বলে
দিনটা তাই মনে থাকবে সবার হৃদয় সনে।
পরতে হবে লাল কাপড় ভালোবাসার রং
ভালোবাসতে না জানলে করো নাকো ঢং।
বাঁধতে হবে লাল ফিতে মাথার বেণীর পরে
আঁকতে হবে লাল তিলক দু'ভ্রুর মাঝে
ভালোবাসা ফুটে উঠে সকাল সন্ধ্যা সাঝে।
এই শব্দটা আছে বলেই মানুষ বেঁচে রয়
খুশির ঘোরে ঘুরে ফিরে সারা বাড়িময়।
কাজে কর্মে মন দেয় মনের খুশিতে
বাঁচতে হলে শিখতে হবে ভালোবাসিতে।

নববর্ষ

দিন যায় মাস যায় যায় বারো মাস
এর সাথে মিলিয়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাস আশ।
আসবে আবার নতুন সন নতুন আলোকে
নিয়ে আসে কল্যাণের সুর নতুন বার্তা লোকে।
শেষ হয় গ্লানি দুঃখ শেষ হয় ব্যাথা
মনে পড়ে অজস্র ফেলে আসা কথা।
শেষ হবে এভাবে দিন মাস ক্ষণ,
বিধির অমোঘ বিধান কারো বাধা নন।
পুরাতন শেষ হয়ে আসে নতুন দিন
আনন্দ উল্লাসে হয় বাঙালির বর্ষবরণ
দলে দলে মানুষ যায় নববর্ষের মেলায়
এভাবেই দিন কাটে হেলায় আর খেলায়।
লোকে কিনে গিয়ে মেলায় মোয়া মুড়কি ঝুড়ি
বাবু সোনারা উড়ায় গিয়ে নানা রঙের ঘুড়ি
আরো ওঠে নাগরদোলায় দেখে বায়োস্কোপ
পুতুল নাচকে ঘিরে থাকে অনেক লোক
এভাবে শেষ হয় সকাল সন্ধ্যা দুপুর
খুকির দল ঘুরে বেড়ায় পায়ে দিয়ে নুপুর
দিন পার হয়ে নেমে আসে রাত
এভাবেই নববর্ষ করে সবাই মাত।

চলে গেলো দিনটি

দিন কাটেনি আমার তবুও চলে গেলো সারাটিক্ষণ
ভাবতে ভাবতে শেষও হলো চিন্তার অবসর মুহূর্ত
উড়ে গেলো নিমেষে, আমার ভালোলাগার স্বপ্ন,
যার হাত ধরে আমি পাড়ি দিতে চেয়েছিলাম
অনন্ত দিগন্তের সীমাহীন প্রান্তর। কিন্তু
পেলাম কি? হয়তো অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলছি আমি
নিঃশেষ হচ্ছে আমার প্রিয় ভাজন, যে শুধু
সময়ে অসময়ে ক্ষণে ক্ষণে কারো অপেক্ষার প্রহর গুনতো।
আমি ভয় পেলাম খুবই
তবু হেরে গেলাম না, হেরে যেতে চাইনি
কখনো। আমিতো অশুভ ছিলাম না, ছিলাম
না মিথ্যার আল্পনায় আঁকা কোনো মোহমায়ায়
আমি চেয়েছিলাম ভালো থাকতে– ভালো
থাকাতে– যেখানে কোনো মোহ ছিলো না
ছিল বন্ধুত্ব বিবশ হয়ে ক্ষয়ে যাওয়া সময়ের
স্রোতটুকু ফিরে পাওয়ার আশায় মগ্ন ছিলাম
সময় কেটে গেলো শেষ রক্ষা হয়তো
হলো? তার উড়ন্ত পালটা ক্ষত-বিক্ষত হয়েও
বেঁচে রইলো।

অপরাজিত

আমি তোমার কথা বার বার মনে করি।
তুমি বিবশ হয়ে আনমনা থাকো, সোনালি চুলগুলো
এলোমেলো, চোখের দৃষ্টিতে ঝাপসা
নীলাভ আভা। কার অপেক্ষার প্রহরগুলো?
তুমি হারিয়ে যাওনি তোমার সেই কাঁপা
কাঁপা হাত দুটোর স্পর্শ আজো মনে আছে
আমার। সেদিন গলার স্বরে ছিল অরক্ষিত
ভাঁজ, ছিল দৃষ্টি উদাসীন থেমে যাওয়া
পুঞ্জিভূত কথাগুলো ক্লান্ত শুনালো কী
সেদিন? বুঝেছিলাম আমি,
সেদিনের সেই নিরব ভাষার বর্ণমালা
বিকালে নদীর বাঁকে তোমার
নন্দিনীকে নিয়ে বসবে কি? ফোলা ফোলা
চোখে উদাস দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে তার দিকে
দেখবে তোমার ছোঁয়ায় আর উদাস দৃষ্টির
ঝলকানিতে তার মুখখানি লাল হয়ে গিয়েছে
তুমি হেরে যাওনি হেরেছে তোমার নন্দিনী।
আর তোমার নন্দিনী কখনো চায়নি তার
ক্লান্ত চোখে দেখে যাওয়া তোমার হারার
ইতিহাস।

নারী

নারী,
তুমি কি মধুমাখা কথার বাণী?
যা শুনলে সবার মন ভরে যায়,
অনাবিল সুখে। জানি, তুমি
মা- তুমি জননী-তুমি বোন
তুমি মেয়ে- আর তুমি মোহমায়া
তুমি মহীয়সী তুমি বন্ধু তুমি
সকলের পথের সঙ্গী। তুমি নওতো
শত্রু, তুমি মুক্ত তুমি দশভূজা
তুমি তো সকলের পূজারি মনের পূজা
তুমি কারো স্ত্রী, কারো প্রেমিকা,
কারো সান্ত্বনা– কারো জ্বালা।
তুমি তো সকলের মায়া- সকলের ছায়া
তুমি কারো পূর্ণিমা, কারো অমাবশ্যা
আর কারো চাঁদ কারো বা তারা।
কারো গহীন মনের ভালোবাসার ছোঁয়া
তুমি নওতো ক্লেদ– নওতো তুমি
কাদা মাখা মুখ। তুমি ছাড়া
পুরুষের মনে নেইকো কোনো সুখ।

মিথ্যার অপবাদ

আজ কোথাও নেই শিখাটি সত্যের
বয়ে গেছে শুধু মিথ্যার অহমিকা
অহঙ্কারের ঘোর অমানিশায়
হয়ে উঠেছো মত্ত প্রহেলিকা
মানুষ হয়ে গেছে লোভী হাহাকার
নেই কোনো মানবতার অনুভূতি
তবুও বাঁচতে হবে এক হয়ে সবার
গাইতে হবে মিথ্যুকদের স্তুতি।
হাসতে হাসতে পার করবে জীবন
বলা যাবে না সত্যের সন্ধান
জীবন ক্ষয়ে যাবে অসত্যের ভরে
মেনে নিতে হবে মিথ্যার আহ্বান
মিথ্যা আর মিথ্যুকের পাশাপাশি বসে
হাসতে হবে আমৃত্যু জীবন ভর
বইতে হবে অপমানের গ্লানি সবার
গল্পটা সত্যই হবে আজীবন মিথ্যার
চারদিকে শুধু মিথ্যা আর মিথ্যা
তবুও মানুষের নেই কিছু অনুভূতি
তোষামোদ আর চাটুকারদের ভিড়ে
হারিয়ে যাবে সত্যের আনা তোলা রতি।

অস্থিরতা

অস্থিরতা আমার একার নয়
এটা সবার মনে
অস্থিরতা পরিবারের
কাটে জনে জনে।
সমাজে পাল্টে গেছে
ধীরস্থির স্বভাব
সকলের মাঝে বিরাজ করে
সততার অভাব।
অস্থিরতায় ভরে গেছে
কলেজ বিদ্যালয়
শিক্ষার্থীরা ভাবে বসে
কিভাবে কাটবে অলস সময়।
প্রজাগণ সময় কাটায়
চা পাউরুটি গল্পে
ভাবে তারা মনে মনে
চলবে কিভাবে স্বল্পে।
নেতাগণের মুখ শুধু
চাটুকারে ভরা
জনগণ বুঝে সবই
এ ধরায় নেই কিছু করা।
অস্থিরতা শুধু অস্থিরতা
করার নেই কিছু
গেলাম আমরা রাজা বাদশার
শুধু– চলি পিছু পিছু।

এগিয়ে চলো নারী

পিছনে তাকাবার নেইকো সময়
হাত দুটো দাও কাজে
ছুটে চলো গতিতে দুর্বার
মরমে মরো না লাজে।
ঝর্ণার মতো ছুটো তুমি
উল্কার মতো ছুটো।
তোমায় দেখে বলবে সবাই
নেইকো আর দুটো
আমার দেশের বোনগুলো সব
বেরিয়ে পড় হেথায়
কল-কারখানা উঁচিয়ে ধরো
মিলবে সম্মান সেথায়
বাড়িতে তুমি থেকো না বসে
পড়ে ঘরের কোণে
রেধে খাওয়ালে সুখ পাবে তার
লুটিয়ে দিও না তোমার সম্মান
স্বামীর পায়ের তরে
বেঁচে থাকো মহীয়ান হয়ে
ছোট বড় কাজ করে।
তোমায় দেখে শিখবে কভু
ছোট ছোট বিশ্বাস
এগিয়ে যাবে তখন সবাই
নিবে বুক ভরে নিঃশ্বাস।

কোয়ারেন্টাইন

ঘরে বসে আমাদের যখন কর্ম নাই কিছু
হতাশা আর আতঙ্ক চলে পিছু পিছু।
বন্দী জীবন কাকে বলে দেখেনি তবে
বন্দী হয়েই ঘরে আছি আমরা সবে।
নিরব যুদ্ধ চলছে জুড়ে সারা বিশ্বময়
স্তব্ধ করেছে সকল মানুষের গতিময় জীবন।
বেড়েই চলছে দুঃসহ সময় নিঃশব্দে নিরবে
মুখরিত হবে কবে এ জাহান শব্দে সরবে।
ডুবে যাচ্ছে এ ধরা অতল গহ্বর অন্ধকারে
আকাশের পানে তাকিয়ে মানুষ বসে আছে ঘরে।
কাজ নেই শুধু এ রুম ও রুম
মাঝে মাঝে, ভয় হয় এলো বুঝি যম।
ঘরে বসেই দোয়া করি চলে যেও তুমি
বন্দী জীবন হবে কবে শেষ জানে অন্তর্যামী।

মহীয়ান তুমি তোমার কাজে

এ ধরায় এসেছো তুমি যুগে যুগে
নিয়েছো জন্ম করেছো কাজ কিন্তু
করতে পেরেছো তুমি নিজেকে মহীয়ান?
হয়তো পেরেছো- হয়তো পারোনি।
সেটা কি কারো অবহেলায়? না তোমার
নিজের কর্মদোষে। তুমি তো চাওনি তোমার
মুখটা উচু করতে। পরে পরে মার খেতে
শিখেছো তুমি। তুমি হতে পারতে সুবাস
বোসের মা অথবা বৌদি। তুমি হতে
পারতে প্রীতিলতা– যার মহান আত্মত্যাগ
হাজারো মা বোন স্মরণ করে নিজেকে
আত্মাহুতি দিতে চায়। হতে চায় তার মতো
আরেকজন প্রীতিলতা। বেগম রোকেয়া
সেতো আমাদের গৌরব। যার মন্ত্রে
উজ্জীবিত হয়েছি আমরা সকলে যেখানে

আছে মা, বোন ভাগনি। ঘর হতে
বেরিয়ে পড়ার শ্লোক শিখিয়েছেন তিনি
আজ সে নারী অধিকারের জন্য আমরা
মিছিল মিটিং করছি সেটা তারই
দান। আমরা কাদম্বীনিকে জানি,
যিনি আমাদের দীক্ষা দিয়ে গেছেন মানুষকে
সেবা করার। শিখিয়েছেন ঘর হতে রোজ
কিভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয়।
আবার আমরা আরো দেখেছি হাজারো
থুবড়ে পড়া মুখ। তারা কুসংস্কারে
আবদ্ধ থেকে কাটিয়ে দিয়েছে হাজারো বছর।
করেছে জেনে শুনে নিজেকে গুটিয়ে রাখার
আপ্রাণ কৌশল। শত শত গুটিয়ে যাওয়া মুখ
হতে যারা এ ধরায় বহমান, তারাই জয়
করেছে এ বিশ্ব। উঠে গেছে এভারেস্টের চূড়ায়।
তারা দেখেছে আলোকময় পৃথিবী, শ্বাস
নিয়েছে অঞ্জলি ভরে। তারা তো আর কেউ নয়?
তারা আমাদেরই বোন, তারাই আজ
অপরাজিতা। তোমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা
তুমি বিশ্বকে দাও, দেখবে– এভাবেই
একদিন তুমি দেখাতে পারতে তোমার মুখ।
এগিয়ে যাও তুমি, এ ধরা হতে গ্রহণ
করো দু'হাত ভরে। তাহলেই
এগিয়ে যাবে অনাগত দূর আকাঙ্ক্ষা
জয় করে নাও তোমার ভূ-মণ্ডল। এভাবেই
তুমি হও তোমার কাজে মহীয়ান, তুমি হয়ে
উঠো এক একটা জয়িতা।

নিরানন্দ নববর্ষ

অনেকটা বৈশাখ করেছি পার অপলক নেত্রে
দৃষ্টি নন্দন রঙ মেখেছি হাতের তালুতে
চারদিকে ঢাকঢোল আর মুখোশ পরা যত
এবারের বোশেখ পার হলো দিয়ে হৃদয়ে ক্ষত।
নেই কোনো সাড়া শব্দ নেই মানুষের ভিড়ে
নববর্ষ কাটালো মানুষ তাদের আপন নীড়ে।
নিভৃতে চলে গেলো ঐ আনন্দের নিরস মুখ
তবুও কোভিড চলে যাক বলে ফিরে কচি কাঁচা লোক।
উড়লো না ঘুড়ি চড়লো না দোলায় ছোট ছোট শিশু
তবুও তাদের রাগ হলো না নেইকো মনে কিছু।
কিনলো না ঘুড়ি বাঁধলো না ফিতে কিশোরিরা যত
আমরা সবাই নুয়ে পড়েছি কোভিড এর কাছে নত।
চলে যাও তুমি এদেশ হতে গুণে গুণে পা ফেলে
চলবো আমরা এ ধরণীতে আঁখিখানা দুটো মেলে।
এভাবেই চলে গেলো সাধের নববর্ষ নিরানন্দ হয়ে
সারাটি বছর ক্ষরণ হবে তিলে তিলে হৃদয়ে।

আমি তো দেখিনি

আমি দেখিনি '৫৭ পড়েছি শুধু ইতিহাস
আমরা ছিলাম পরাধীন দীর্ঘ দিবস রজনী মাস।
দেখিনি সিপাহী বিদ্রোহ দেখিনি আমি বিয়াল্লিশ
কথার মালা শেষ না হতেই এসেছিলো সাতচল্লিশ
এভাবে এলো '৫২, এলো স্মৃতিভরা একাত্তর
দেখা হয়নি চক্ষু মেলে, শুনেছিলাম শুধু স্মৃতিতে সবার
উৎকীর্ণ হয়ে বসে থাকতাম শুনতাম শুধু গল্প
ইতিহাস বলতো সবে মনে হতো শুনা হলো অল্প
বিশ্বযুদ্ধ প্রথম গেলো, দ্বিতীয় গেলো তৃতীয়ের অপেক্ষার
তৃতীয় সে হবে ভয়াবহ ছিলো না জানা সবার।
দিনের পর দিন থাকলাম ঘরে বাহির হলাম না কিছু
ভাবতাম বসে বাহির হলে কোভিড ধরবে পিছু।
গোলাগুলির ভয়ে বের হতো না তখনকার জনগণ
এত নিবিষ্ট যুদ্ধ দেখে নাই কেহ দিয়ে প্রাণ মন
প্রথম গেলো দ্বিতীয় গেলো এটাই তৃতীয়
সকলেরই এতে হয়েছে অংশগ্রহণ সারা বিশ্বময়।

ঘুড়ি

ছেলেবেলায় উড়াতাম ঘুড়ি
আকাশ পানে চেয়ে
নাম জানতাম না সে সব তখন
শুধু দেখতাম মন দিয়ে।
বহু বছর হয়নিকো লোকের
ঘুড়ি উড়ানোর ধুম
এবার হয়েছে সুযোগ সবার
সাধের ঘুড়ি উড়াবার
কাগজের ঘুড়ি, পলিথিনের
ঘুড়ি লাল নীল বহু রঙের
নামও জেনেছি বহু ঘুড়ির
জানা ছিলো না যা আগের।
লণ্ঠন, চিল, শাপা নাম আরো কত
শুনিনি কখনো মনোযোগ দিয়ে
বিমান ঘুড়ি মানুষ ঘুড়ি যত।
কিছুটা হলেও ভালো লাগার বেশ
অনুধাবন করলাম একা
অনেক সময় হাতে পেয়ে
মাথা নত হলে নানা খেলায় বেশ।
পূর্বের আমেজে ফিরে গেলো মানুষ
বিনোদনে ভরা গ্রাম্য পরিবেশে
অভিশাপ নয় শুধু কোভিড
আশীর্বাদও শেষে।

১৮টি গুলি

১৮টি গুলি
লেগেছিলো তাঁর দু'পায়ের হাতের
তালুতে নাভির নিচে। শুধু লাগেনি
ভরাট কণ্ঠের মুখ মণ্ডলে। গুলিতে
নষ্ট হয়ে যায়নি তার কালো চশমা
আর পকেটে ভরা পাইপটা। যেটা
তিনি টানতেন আর আনমনে ভাবতেন
ছন্নছাড়া, ভাঙাচোরা এ বাংলার কথা।
সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পরা রক্তে যখন
মাটি ভিজেছিলো তখনও তিনি বিশ্বাস
করেননি, তাকে গুলি করে মেরে দেয়া
হলো। তিনি মরে বেঁচে গেলেন–
আমাদের কত চিন্তা, তাঁর দাফন নিয়ে
রক্তে মাখামাখি লাশটিকে গোসল
করাতে হবে, কাফন পরাতে হবে। সাবান
দেয়া হলো ৫৭০। হাবিব সাবান তো নয়?
আর কাফন হলো তাঁরই দেয়া রিলিফের
নীল পাড় তোলা সাদা থানে। এখন দাফন
হবে– ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছে সাধারণ
জনগণ। জানাযা হলো লোকমাত্র
১৭-১৮। কি মিল তাই না? ১৮টি
গুলি আর ১৮ জন মানুষ।

শুভেচ্ছা বাণী

বাতায়নের পাশে বেড়ে ওঠা সবুজ লতাটা কী চমৎকার ফুল ফুটিয়েছে। কবি দেখে বিস্মিত হলেন, বেদনার রঙে সিক্ত ফুলটার নাম দিলেন অপরাজিতা। পৃথিবীর পথ চলতে ক'জন সংগ্রামী নারীকে দেখেছি যাঁরা জীবন সংগ্রামে সফল, যাঁরা অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে নিজেকে বেদনায় নীল করেছে। অপরাজিতাদের লেখা নিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে 'জয়িতাদের কাব্য'। গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হোক, সেই শুভ কামনায়–

(জান্নাতুল ফেরদৌস)
বিচারক জেলা ও দায়রা জজ
মানবপাচার বিভাগীয় ট্রাইবুনাল, চট্টগ্রাম

লাল যদি বিপ্লবের রং হয়, শুভ্রতা শান্তির, কালো রঙ শোকের, নীল হয়ে যায় বেদনায় সিক্ত। অপরাজিতা বেদনায় সিক্ত হয়েও জয়িতা। জগৎ সংসারে জয়ী যাঁরা কাঁটার আঘাতে কখনো কখনো ক্ষত-বিক্ষত তাঁরা। জয়িতারা হাসতে জানেন বেদনায় নীল হয়েও। পৃথিবীর দুঃখ দূর করার জন্য তাঁরা কবিতায় ফুল ফোটাতে সচেষ্ট। তাঁদের লেখা নিয়েই হাবিবা পারভীনের সম্পাদনা, 'জয়িতাদের কাব্য'। গ্রন্থটি পাঠক চিত্তে সুখ দেবে সেই প্রত্যয় রইলো।

সম্পাদকের পরিচিতি

হাবিবা পারভীন। সংগ্রামী নারী, একাধারে শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সংগঠক। ছায়ানীড়ের আজীবন সদস্য। 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা:শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে' শীর্ষক কর্মশালায় তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন। **১** জানুয়ারি **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম ধনবাড়ি উপজেলার নরিল্যা নানাবাড়ি। স্বদেশের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ। শিক্ষকতা তার জীবনের ব্রত। লেখালেখি বইপড়া তার প্রিয় সখ। শিক্ষক পিতা মো. হাতেম আলীর আদর্শে বড় হয়েছেন। সংসারে সহযোদ্ধা মো. আব্দুর রহমান, তিনি ইংরেজির শিক্ষক। সুখময় সাজানো সংসারে পুত্র আরাফুজ্জামান বন ও মেহরোজ বিন রহমান। স্বদেশের নান্দনিক সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে। যে কোনো অবক্ষয় তাঁর হৃদয়ে যাতনা দেয়; সে যাতনা থেকে জন্ম নেয় কবিতা। জয়িতাদের কাব্য তাঁর প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ।

কাজী রোজী

নারীবাদী লেখক হিসেবে পরিচিত কাজী রোজী। তিনি সাতক্ষীরা জেলার লাবসায় মাতুলালয়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজী শহিদুল ইসলাম। মাতা কাজী রাবিয়া শহিদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। সাহিত্যামোদী এই লেখিকা অসংখ্য গল্প, কবিতা, নাটক, গান এবং মঞ্চ নাটক রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– পথ ঘাট, মানুষের নাম, নষ্ট জোয়ার, ভালোবাসার কবিতা, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি। লেখালেখি ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে অবদান স্বরূপ পেয়েছেন অজস্র সম্মাননা। তন্মধ্যে বেগম রোকেয়া শিখা পদক, নাট্যসভা, কলকাতা থেকে প্রাপ্ত মহাদিগন্ত ইত্যাদি। এছাড়া প্রথম আলো তাকে ‘নারী শক্তি’ সম্মাননায় ভূষিত করে।

মোছাম্মৎ শামছুন্নাহার রুবাইয়া

মোছাম্মৎ শামছুন্নাহার রুবাইয়ার জন্ম টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার সোনামুই বাদুরিয়া গ্রামে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর। পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. হানিফ উদ্দিন তালুকদার। মাতা আমিনা খাতুন। তিনি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এমএসএস সম্পন্ন করে পাঁচ পোটল ডিগ্রি কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- অভিশাপের মালা, নীল আকাশে উড়াও ঘুড়ি, কবিতার অন্তবর্য়ন ইত্যাদি।

সুফিয়া আখতার

সুফিয়া আখতার ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার দত্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলবী আব্দুল গফুর। মাতা আমিনা খাতুন। তিনি দীর্ঘদিন টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাদান শেষে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী এবং সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে অবসর জীবন অতিবাহিত করছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- 'ফেলে আসা গাঁয়ে, নীল সাগরের হাতছানি' পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

শামীমা বেগম পিপিএম

শামীমা বেগমের জন্ম ১৮ আগস্ট ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। পিতা আবুল কাশেম ভূঞা। মাতা জুলেখা খাতুন। বর্তমানে তিনি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, মহেড়া (পিটিসি) তে ডেপুটি কমান্ড্যান্ট (এ্যাডিশনাল ডিআইজি) ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলা ভাষার প্রতি রয়েছে তার প্রগাঢ় ভালোবাসা। কবিতা, প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রেও পারদর্শিতা রয়েছে।

কামরুন্নাহার কাজল

কামরুন্নাহার কাজল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার দিঘুলিয়া জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবু মাসুদ কমল। মাতা আছিয়া মাসুদ। তার প্রকাশিত গ্রন্থ 'স্মৃতির পরস্পরা'।

কামরুন্নাহার সিদ্দিকা

কামরুন্নাহার সিদ্দিকার জন্ম ১ নভেম্বর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি মাতুলালয়ে। পিতা এমএ কাদের মিয়া। মাতা নাজমুন্নাহার। তিনি ১৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লেখালেখির চর্চা করে যাচ্ছেন।

সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন

সৈয়দা ছাদিয়া খাতুনের জন্ম ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকা প্রবাসী। দেশের প্রতি তার প্রগাঢ় মমত্ববোধের কারণেই নিয়মিত লেখালেখি করে যাচ্ছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ: কান পাতি সেখানে, ফিরে দেখা, আলোকিত সৈয়দ পরিবার, আমেরিকায় প্রতিদিন, আমেরিকার পথে পথে ইত্যাদি।

ড. ফারহানা ইয়াসমিন

ড. ফারহানা ইয়াসমিন টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার জাঙ্গালিয়া গ্রামে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. আব্দুল হাই। মাতা নাসিমা বানু। অধ্যয়ন শেষ করে তিনি অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। পেয়েছেন বহু সম্মাননা। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- 'গল্প সমগ্র, জ্যোৎস্নায় ভালোবাসা, অবশেষে, দুরন্ত নয় দিন।'

মনিরা আক্তার

মনিরা আক্তারের জন্ম ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলায়। পিতা আবুল ফজল। মাতা সালেহা বেগম। কর্মজীবনে তিনি একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় স্বল্পকাল অতিবাহিত করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও প্রত্যয়ী মনোভাবের কারণে কোনো চাকরিতে না গিয়ে গড়ে তোলেন 'দৃষ্টি' ও 'অপ্সরা' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার তিনি সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক।

ড. শামীম আরা

ড. শামীম আরা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল টাঙ্গাইলের মহেলা গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুস সামাদ মিয়া। মাতা শরিফুন্নেছা। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছোটবেলা থেকেই তার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- সুন্দর হে সুন্দর, তোমার জন্য, অঞ্জলি, মনের বাড়ি, জলছবি নিরিবিলি, নিন্দেফুল, এলেক্স জাপান (অনুবাদ), শিকল ভাঙা পা, বৃত্তের বাইরে প্রভৃতি।

সাইয়্যেদা সুলতানা রুবী

সাইয়্যেদা সুলতানা রুবী টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার ঘাটান্দী গ্রামে নানাবাড়িতে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোকাদ্দেস আলী। মাতা হোসনে আরা বেগম। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন এনজিওতে Interpeniership development trainer হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি জেন্ডার বৈষম্য ও নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন। একজন লেখক হিসেবেও সুনাম রয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ– জোড়া কবর, স্মৃতিতে মুক্তিযোদ্ধা, শেষ বসন্তের ফুল, তিন অলসের কীর্তিকলাপ, ইস্টিশনের কুসুম ইত্যাদি।

হোসনে আরা ডলি

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হোসনে আরা ডলি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার চরশোলাকিয়ার হক মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো. ফজলুল হক। সাহিত্য জগতে রয়েছে তার অবাধ বিচরণ। তিনি সঙ্গীত চর্চাও করেন অবসরে। তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ– নোবেল বিজয়ী তিন বাঙালি, নক্ষত্রের দূরত্বে, গীতি কাব্যের রিনিঝিনি। এছাড়াও পেয়েছেন বহু সম্মাননা।

বেগম রোকেয়া ইসলাম

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর টাঙ্গাইল সদর থানার পাছবেথইর গ্রামে বেগম রোকেয়া ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডা. ছলিম উদ্দিন আহমেদ। মাতা আনোয়ারা বেগম। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যস্ততার মাঝেও তিনি নিজেকে লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তার প্রকাশিত যৌথ গ্রন্থ– কথা এবং কবিতায় বঙ্গবন্ধু, চিরদিনের বর্ণমালা।

জয়িতা লুৎফা আক্তার মিতা

শিক্ষানুরাগী, আলোকিত নারী লুৎফা আক্তার মিতার জন্ম টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি। পিতা মো. আব্দুল লতিফ এডভোকেট। মাতা লেখিকা সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন। কর্মজীবনে তিনি কিছুদিন প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছায়ানীড়ের পাঠাগার আন্দোলনে তিনি একজন অগ্রণী সৈনিক। ২০20 খ্রিস্টাব্দে তিনি সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ জয়িতা পদকে ভূষিত হন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ– 'মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল'।

কুমকুম সাহা

কুমকুম সাহার জন্ম ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর শেরপুর জেলা শহরের রঘুনাথ বাজার। পিতা পরিমল রায়। মাতা মায়া রাণী রায়। কুমকুম সাহা একজন সঙ্গীতশিল্পী। অবসরে তিনি বই পড়েন এবং লেখালেখি করেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন অনেক সম্মাননা। প্রকাশিত গ্রন্থ– 'জ্যোতির্ময় অধ্যাপক ডা. রতন চন্দ্র সাহা'।

তাহমিনা তালুকদার অগ্নি

তাহমিনা তালুকদার। লেখালেখির জগতে অগ্নি নামে পরিচিত। জন্ম ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার বীরসিংহ। পিতা শফিকুল ইসলাম তালুকদার। মাতা নুরজাহান তালুকদার। তিনি টাঙ্গাইল জেলা এডভোকেট বার সমিতিতে আইনজীবী হিসেবে কর্মরত। তার প্রকাশিত গ্রন্থ– 'স্পর্শ', 'সভ্যতার বুকে মানুষ' প্রভৃতি।

ফরিদা ইয়াসমিন

ফরিদা ইয়াসমিনের জন্ম টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন গ্রামে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি। পিতা মো. ইসমাইল হোসেন। মাতা জাহানারা বেগম। ফরিদা ইয়াসমিন বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক, ঘাটাইল শাখায় একাউন্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত। অবসরে তিনি লেখালেখি করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ– ভালোবাসার বন্ধন, নীল শাড়ির গল্প।

প্রতিমা রায়

প্রতিমা রায়ের জন্ম টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় মাতুলালয়ে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট। পিতা দুলাল চন্দ্র রায়, মাতা কাননবালা। ছোটবেলা থেকেই সখের বশে লেখালেখি করলেও এখন তার সেটা স্বপ্ন হয়ে ওঠেছে। তার স্বামী সুজন রায় একজন সফল ব্যবসায়ী। তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ' চেতনায় একুশ'।

রোকেয়া আক্তার

রোকেয়া আক্তারের জন্ম টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলী গ্রামে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর। পিতা মো. আব্দুর রশীদ। মাতা সাজেদা বেগম। মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান ডিগ্রি কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তার স্বামী মো. ইয়াছিন খান। গান, কবিতা লিখতে তিনি ভালোবাসেন।

বেদেনা খাতুন

বেদেনা খাতুনের জন্ম টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার দিগড় গ্রামে। পিতা হালিম মাস্টার। মাতা সখিনা বেগম। তিনি গারট্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও ঘাটাইল বংশাই সাহিত্য থিয়েটারের (মহিলা) সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সার্ক মানবাধিকারের (শিক্ষা) সাংগঠনিক সম্পাদক। তার প্রকাশিত গ্রন্থ– 'মাতৃসদয়'।

নাজমুজ সালেহীন

নাজমুজ সালেহীন টাঙ্গাইল জেলার প্যারাডাইসপাড়ায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলী ইমাম খান। মাতা হোসনে

আরা খানম। তিনি সেবক-এর নির্বাহী পরিচালক। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে জড়িত। তার প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রতিভাদীপ্ত নারী', 'টাঙ্গাইলের নন্দিত নারী', 'এইতো সেদিন'।

মীনা আক্তার
মীনা আক্তারের জন্ম টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার রূপসী গ্রামে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন। পিতা মতিয়ার রহমান মতি। মাতা হালিমা বেগম। মীনা আক্তার সরকারি সা'দত কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে গৃহিণী। সখের বশে তিনি লেখালেখি করেন।

নাসরিন আখতার

নাসরিন আখতার ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া জেলার আটাপাড়া জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ আব্দুল জলিল। মাতা শেখ হোসনে আরা। তিনি সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ অর্গানাইজেশনে এইচ আর অফিসার হিসেবে কর্মরত। তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। তার প্রকাশিত গ্রন্থ– 'শিক্ষা ও সমাজসেবায় বাঙালি নারী', 'যাদুর কবিতা' প্রভৃতি।

ডা. লতিফা খান (রুবা)
ডা. লতিফা খান ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মানিকগঞ্জ জেলার গড়পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খন্দকার খলিলুর রহমান, মাতা হাসমত আরা। পেশাগত জীবনে শিক্ষকতা করেছেন ১৪ বছর। তিনি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি টাঙ্গাইল মহিলা সমিতির সাহিত্য সম্পাদিকা এবং আজীবন সদস্য। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশ হয়েছে।

রানু পন্নী
রানু পন্নীর জন্ম করটিয়ার ঐতিহ্যবাহী জমিদার পন্নী পরিবারে। তিনি কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। বর্তমানে তিনি স্থায়িভাবে উত্তরায় বসবাস করছেন।

মেহনাজ বিনতে শহীদ
মেহনাজ বিনতে শহিদ আমেরিকা প্রবাসী। স্বামী সাদ্দাম হোসেন। বাংলা ভাষার প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসার টানেই তিনি লেখালেখি করেন।

আমিনা অমলা
আমিনা অমলা ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। তার একমাত্র কন্যা মেহের নিগার অমৃতা। তিনি একজন কণ্ঠশিল্পী। সাহিত্য পত্রিকায় তার অনেক লেখা প্রকাশ হয়েছে। তার প্রকাশিত যৌথ গ্রন্থ 'কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

তুমি আর আমি
সেলিনা দোজা পন্নী

তোমাকে আমি চেয়েছিলাম
অন্ধকার শেষের জ্বলন্ত নতুন সূর্যের মতো
জেহাত শেষের
টকটকে লাল ধারালো তলওয়ারের মতো।
আমি চেয়েছিলাম তোমার মুখে বিদ্যুতের হাসি
তোমার কণ্ঠে শুনতে চেয়েছিলাম
অতল মহা সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন ধ্বনি!
তুমি আমাকে নিরাশ করেছো।
আশা ভঙ্গের বিপুল স্তব্ধতায় আমি হারিয়ে গিয়েছি
ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে আমার মন
যখন–
প্রথম তুমি এসে দাঁড়ালে আমার মনের দেউলে
পুজার্থীর বেশে
আমার উচ্চাশার শেষ চিতা শজ্জায়!
এভাবে তোমাকে ত' আমি চাইনি,
ভীরু, কাপুরুষ, কুণ্ঠিত, অসহায়
তোমার এই পরিচয়
কাম্য ত' ছিলো না আমার!
তোমার মাঝ পড়তে চেয়েছিলাম–
অনাগত নতুন দিনের অভয়বাণী
তোমার চোখের তীক্ষ্ণতায়
আমার জীবন প্রদীপ উজ্জ্বলতর করে তুলবার
কাম্য আমার ছিলো।
তোমার দাঁড়াবার দৃঢ়তা ভরা ভঙ্গিতে
আমার জীবনের ভিত গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমি।
আমি চেয়েছিলাম-
তোমার অসাধারণ বীরত্বের মাঝে
আমার গান আমি রচে যাবো।

কিন্তু, তুমি তা হতে দিলে কই?
আজ দেখছি, তুমি সাধারণ
অতি সাধারণ
তোমাকে ত আমি পেতে চাইনি!
বুকে যার বাজেনি সব হারানোর ব্যথা
অসহায় ভিখারীকে দেখে
যার বুকে ওঠেনি প্রশ্ন–
খোদার মহান সৃষ্টির ভেতর কেন এই ব্যবধান?
কেন ঝরে পরে না
জালিমের বুকের বাঁধ ভাঙা রক্ত স্রোত?
মানুষের উপর মানুষের এই অবিচারের
আজও কেন সূর্য ওঠে রাত হয়?
কেন একজন সব পাওয়ার আনন্দে বিভোর
আর–
না পাওয়ার বেদনা ভুলে থাকতে
কেন আরেক জনকে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে হয়
পথের ধারে?
এতো হবার কথা নয়!'
আজও প্রশ্ন জাগেনি যার মনে–
'আন্তাম আলাউন ইনকুনতুম মুমেনিন-
(যে সত্যিকারের মোমিন, দুনিয়াতে সে প্রবল ও জয়ী সবার উপর)
কেন আমরা তবে পদদলিত?
লাঞ্ছিত ও অপমানিত?
আমাদের ভেতর গলদ রয়েছে কোথায়?
কোথায় আমাদের ভুল?
কার প্ররোচনায় মুসলিম আজ
মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না?
দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের সকল সম্ভাবনা
কেন আজ তলিয়ে যাচ্ছে?
এ ত' হবার কথা নয়।'
যার বুক চিরে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যায়নি এ প্রশ্ন–
এ বিরাট প্রশ্নের জবাব খুঁজতে-
অগ্রসর হয়নি জীবনে যে জন, একটি পদক্ষেপও
তাকে ত' কোনো কালেও আমি চাইনি
পায়নি, আমার কোনো কল্পনাও–!
তোমার দিকে তাকিয়ে–
আজি আমার হাসি পাচ্ছে
সুকঠিন বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি
তুমি ত' আজ অসহায়! পঙ্গু!
তোমার দিকে ফিরে তাকাবার, আমার দরকার নেই
অবসরও নেই
নেই উৎসাহ–!
কিন্তু তবুও
যদি কোনোদিন উন্নতির উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে
কোরআনের নির্দেশ শত
রসুলের আদর্শ পথ মতো
তুমি আস
অস্ত্র ঝনাৎকারে
রক্তের বন্যায়–
তলোয়ারের উজ্জ্বল চমকে–
ইসলামের অপরাজেয় ঝান্ডার নিচে
আমাদের হবে মিলন–
সত্যিকারের বীরকে আমি অভিনন্দ জানাব সেদিন।
নিজেকে তুমি চিনতে পেরেছ ত'?
তুমি– তুমি পাকিস্তান
আর আমি?
নাইবা শুনলে–
মনে কর আমি ভারতবর্ষ–

অলৌকিক কন্যা
জেসমিন মিতা

রূপকথার এক সোনার দেশে, ছিল এক মেয়ে,
স্বতন্ত্র এই মেয়ের স্বভাব, অন্য সবার চেয়ে।
ফুটফুটে সেই মেয়ে সদাই থাকতো হয়ে খুশি,
সবাই তাই আদর করে ডাকতো তাকে হাসি।
এক'পা, দু'পা করে মেয়ে, হচ্ছে যখন বড়,
বিদঘুটে সব আজব চিন্তা, মাথায় হলো জড়ো
পড়শী সব ব্যস্ত যখন, আপন সুখের তরে,
মায়ের চোখে কেন তবে, জল গড়িয়ে পড়ে।
কি যেন এক সোনার বাংলা, গড়বে নাকি বাবা,
এই দোষেতে বাবাকে তাই, মারতো পাপিরা থাবা।
সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন, দেখতো জীবন ভর,
এজন্য প্রায় থাকতো বাবা, অন্ধকার কারাগার।
ছেলে বাবার কষ্টের কথায়, মুখটা করে ভার,
বুকের ভেতর উঠতো হাসির, কালবোশেখি ঝড়।
সহপাঠীদের বাসায় দেখি খুশির নাই শেষ,
কেন বাবার একটাই কথা, মুক্ত করবে দেশ।
কেনর পর্দা সরল মেয়ের যখন শিখল বোঝা,
বাবা নিয়েছে দেশ গড়ার ভার, এটা কী এতই সোজা?
দেশের স্বার্থে জীবন দিতেও, ভাবেনি এক বিন্দু,
তাইতো তিনি মহান পুরুষ, হয়েছে বঙ্গের বন্ধু।
পাহাড় সমান কষ্ট হলেও, দিতাম সবই চাপা,
বাবা যে শুধু একা আমার নয়, সমস্ত জাতির পিতা।
রূপকথার এই রাজ্য ছিলো, গহীন তলদেশে,
শেখ মুজিবের জাদুর ছোঁয়ায়, জাগল অবশেষে।
একাত্তরের ডিসেম্বরে, স্বাধীন হলো দেশ।
বাঙালিরা মুক্ত, তাদের সুখের নাইকো শেষ।
সুখের মাঝেও বেদনার সুর, কোথায় যেন বাজে,
দেশ বরেণ্য মহান নেতা, আছে কী মোদের মাঝে?
মারার কবর খুঁড়েও যাকে, করতে পারেনি কর্তন,
অবশেষে বীরের বেশে, করলো প্রত্যাবর্তন।
বলিষ্ঠ নেতার আগমনে, উঠলো বাঙালি মাতি,
আনন্দ অশ্রু সবার চোখে, সিক্ত হলো জাতি।
যাঁর জন্য বঙ্গবাসী পেলো স্বাধীন দেশ,
তাঁকেই রাষ্ট্রনায়ক করে সুখেই ছিলো বেশ।
পাকিস্তানের কড়াল গ্রাসে, দেশটা যখন পোড়া,
অল্পদিনেই মুজিব ছোঁয়ায়, লাগছিলো তা জোড়া।
সোনার বাংলা গড়বে বলে, নিল দেশের ভার
নিজের দিকে নজর দিতে, সময় কী আছে তাঁর?
আকাশের সব তারা ঠেলে, বললো এসে চাঁদ,
তোমার ঘায়েল করার জন্য, পেতেছে কেউ ফাঁদ।
ফুপে কেঁদে উঠলো সাগর, আছড়ে দিয়ে ঢেউ
বললো বাঙালি বন্ধু হলেও, শত্রু নাই কী কেউ?
বনের শত পাখি বললো শোন জাতির পিতা
তোমায় মারার জন্য বোধহয়, কেউ জ্বেলেছে চিতা।
শেখ মুজিবকে বললো ডেকে, দূরের হিমালয়,
বিপথগামী তোমার শত্রু আছে এ বাংলায়।
ভাষা বাণী পেয়ে মুজিব, হাসলো আনমনে,
আমার পাগল বন্ধুরা শোন, বলছি জনে জনে।
এদেশে সব সোনার মানুষ, আছে বাংলাময়
তারা আমার পরম বন্ধু, শত্রু মোটেও নয়।
বাঙালিদের ভালোবাসায় এতই ছিলো অন্ধ
কাছেই তোমার ঘাতক ছিলো, পেলে না তার গন্ধ।
মানুষ মাত্রই ভুল করে, তাই তুমিও করলে ভুল
পিতৃহারা হয়ে জাতি, দিলো ভুলের মাশুল।
ভুলের জন্য জীবন দিলো, ছোট্ট রাসেল সোনা,
সাথেই গেলো আপন সবাই, যায় কি এটা মানা?
সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন, রক্তে গেলো ভেসে,
মুজিব আত্মা বললো হাসি আয়না বাংলাদেশে।
আমার স্বপ্ন করবে পূরণ, দেশকে করবে সোনা,

পাশেই পাবে আমায় তুমি, করবো আনাগোনা।
নিষেধাজ্ঞার বেড়ি পায়ে, কেমনে বাবা আসি,
এসব শিকল ভেঙে একদিন, আসবেই তোমার হাসি।
রেহানা, হাসি আসলো ফিরে, ছয়টি বছর পরে,
নিভে যাওয়া দ্বীপগুলো ফের জ্বললো ঘরে ঘরে।
তোমায় ছাড়া সোনার বাংলা, হবে বাঁধন হারা,
তাই কী মুজিব পুতেছিলে, হাসি গাছের চারা?
মহিরুহ হয়ে গাছটা, করলো বাংলা সোনা,
তৃপ্ত মুজিব হলো পূরণ, তোমার আরাধনা।
কবর থেকে করি দোয়া, ওহে দয়াময়,
আমার হাসি থাকে যেন, তোমার সুরক্ষায়।
গ্রেনেড, বুলেট যতই চালাক, মারতে তোমায় খুনি,
রক্ষা করবে আল্লাহ তোমায় সৃষ্টি কলেন যিনি।
বত্রিশ কোটি হাতের ছায়া থাকবে মাথার উপর,
ষোলো কোটি মানুষ দোয়া করছে সকাল-দুপুর।
তুমি মোদের আশার প্রদীপ, শোন বঙ্গের হাসি,
এই হাসিতেই ঝরছে দেশে, মুক্ত রাশি রাশি।
অলৌকিক হয়ে থাকবে তুমি, বাঁচবে বহুকাল,
শক্ত করে ধরবে মোদের বাংলাদেশের হাল।